সাল: ০৩ - ইস্যু: ২৭- জুন ২০২৫

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

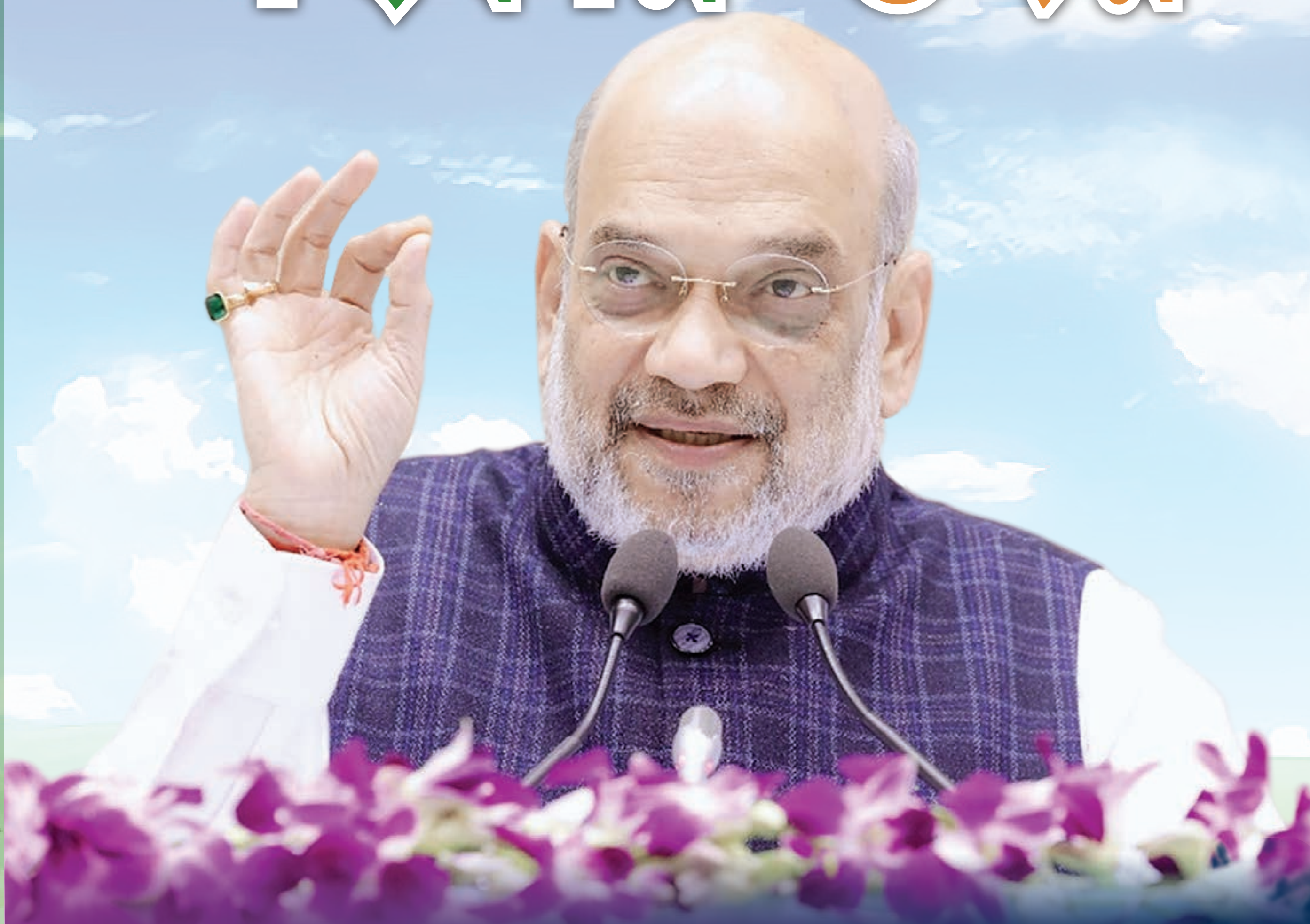

নিষ্ক্রিয় পিএসিএস পুনরুদ্ধার
সমবায় খাতে একটি বড় সংস্কার

অপারেশন সিঁদুর
12 পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়

মোদী সরকার সর্বক্ষেত্রে দেশকে
18 বিকশিত ও সুরক্ষিত করছে

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

সাল: ০৩ - ইস্যু: ২৭- জুন ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলী
(প্রধান সম্পাদক)
সন্তোষ কুমার শুক্লা

সম্পাদক
রোহিত কুমার

সহকারী সম্পাদক
অঙ্ক অঞ্জলিদীপ

সদস্যরা

মাধবী এম বিপ্রদাস
বিবেক সাক্সেনা
হিতেন্দ্র প্রতাপ সিং
রশিদ আলম

কোন পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন:

sahkaruday@iffco.in

যুগ্ম মহাব্যবস্থাপক (সমবায়ের উন্নয়ন)
ইফকো সদন, C-1, জেলা কেন্দ্র, সাকেত প্লেস, নিউ দিল্লি ১১০০১৭

এছাড়াও আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

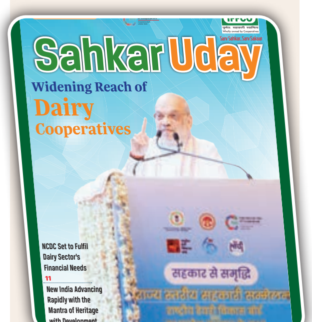

প্রকাশক: ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড।
প্রিন্টার: রয়্যাল প্রেস
ওখলা, নয়াদিল্লি।

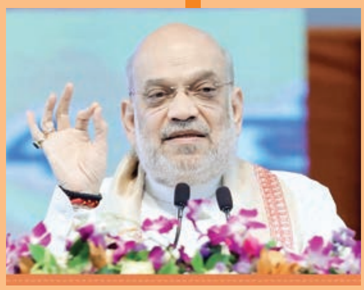

নিষ্ক্রিয় পিএসিএস পুনরুদ্ধার: সমবায় খাতে একটি বড় সংস্কার

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার এবং কৃষকদের আয় বাড়ানোর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, ভারতের সমবায় কাঠামোর ভিত প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিতে(পিএসিএস)সুদূরপ্রসারী সংস্কার করা হচ্ছে।

কভার স্টোরি — পৃষ্ঠা 06

পৃষ্ঠা 12
অপারেশন সিঁদুর
পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়

জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পাকিস্তান প্রেরিত সন্ত্রাসবাদীদের জঘন্য হামলার জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর অভিযান। এই অভিযান পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী শিবিরগুলি ধ্বংসই করে না বরং ১১টি পাকিস্তানি এয়ারবেস ধ্বংস করে পাকিস্তানের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে।

পৃষ্ঠা 20
সরকার যুবাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুনিশ্চিত করছে

ভারতের যুব সম্প্রদায় কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে তাদের প্রতিভা তুলে ধরছে

পৃষ্ঠা 15
পাকিস্তানের সাথে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে: শ্রী অমিত শাহ

পৃষ্ঠা 22
এনআরআই'রা দেশে ফিরে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হবেন না

পৃষ্ঠা 23
সমবায়: আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের এক শক্তিশালী ইঞ্জিন

পৃষ্ঠা 16
ভারত ২০৩৬ অলিম্পিক গেমস হোস্ট করতে প্রস্তুত

পৃষ্ঠা 24
ইফকো ন্যানো জিঙ্ক এবং ন্যানো কপার চালু করেছে

পৃষ্ঠা 20

বঞ্চিতদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা উপলব্ধ করা হবে

পৃষ্ঠা 27
জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে(পিএসিএস)শক্তিশালী করতে সরকার বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে সমবায় খাতের শক্তিশালীকরণে তৃণমূল ইউনিট থেকে শীর্ষস্থানীয় পিএসি-এসের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, একটি মডেল উপ-আইনের খসড়া তৈরি করে সমস্ত রাজ্যে প্রচার করা হয়, যা তারা সহজেই গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, সরকার পিএসিএসের ব্যবসায়িক কাজকর্মকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে মন্ত্রালয় সমবায় খাতকে প্রাণবন্ত ও ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী উদ্যোগ এবং ঐতিহাসিক প্রকল্প চালু করেছে। উৎসাহের সাথে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর ২০২৫ উদযাপনের মাঝে ভারতের সমবায় কাঠামোও দৃঢ় হচ্ছে। দেশজুড়ে পিএসিএসের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতায়ন গ্রামীণ ভারতের 'সহযো-গিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করছে।

পিএসিএসের আর্থিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে, মন্ত্রালয় তাদের উপ-আইন সংশোধন করে তাদের বহুমুখী সত্তায় রূপান্তরিত করার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে, প্রায় ৬৩,০০০ পিএসিএস'এর কম্পিউটারাই-জেশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগে, সমবায় মন্ত্রালয় বিশ্বের বৃহত্তম বিকেন্দ্রীভূত শস্য স্টোরেজ প্রোগ্রাম চালু করেছে যার অধীনে পিএসিএস পর্যায়ে গুদাম, কাস্টম নিয়োগ কেন্দ্র, প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এবং অন্যান্য কৃষি পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। পিএসিএসগুলি আর শুধুমাত্র ঋণ বিতরণের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে না - অন্যান্য কাজ যেমন গুদাম পরিচালনা, ডেয়ারি পরিচালনা, বীজ বিতরণ এবং ই-বিপণনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। এই বৈচিত্র্য কেবল কৃষকদের আয় বাড়িয়ে তুলছে না বরং গ্রামের অর্থনীতিকে নতুন শক্তি এবং দিশা দিচ্ছে।

আজ, পিএসিএস'গুলি গ্রামীণ উন্নয়নের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। তাদের ক্ষমতায়ন কেবল গ্রামীণ অর্থনীতিকে ত্ব-রান্বিত করছে না মরসুমি বেকারত্ব হ্রাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি কৃষকের কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ তৈরি করবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। সমবায়গুলিকে আরও সর্বব্যাপী করার জন্য মহিলা এবং যুবাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটি সামাজিক সম্প্রীতি এবং সমবায় দৃশ্যপটে নে-তৃত্বের বিকাশের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করছে।

প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির(পিএসিএস)সংস্কার ভারতীয় সমবায়ে আধুনিকতা, অপারেশনাল দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা এনে কৃষকদের বিশ্বাস অর্জন করছে। নিঃসন্দেহে, উন্নতির এই যাত্রায় সমবায় সমিতিগুলি গ্রামীণ সমৃদ্ধির শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছে।

সহকার উদয় ম্যাগাজিনের এই সংখ্যাটি অন্যান্য মুল্যবান এবং সমৃদ্ধ তথ্যের পাশাপাশি 'পিএসিএস সংস্কারের মাধ্যমে সমবায়কে শক্তিশালী করা' থিমের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নিবন্ধগুলি উপস্থাপন করেছে। আমরা নিশ্চিত যে এই সংস্করণটি আমাদের পাঠকদের কাছে তথ্যমূলক, অনুপ্রেরণাদায়ক এবং মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছাসহ! 'জয় সহকার'

◆◆◆

ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি হল দেশের সার্বিক বিকাশ। আমরা আজ যে নীতিগত বিষয় নিয়ে কাজ করছি এবং যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তা ভবিষ্যতে হাজার বছর ধরে দেশকে গড়ে তুলবে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মোদী সরকারের সমবায়গুলি অনগ্রসর, বঞ্চিত এবং কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শ্রী অমিত শাহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের দক্ষ নির্দেশনায় ভারতের সমবায় খাত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এনসিডিসি দেশের সমবায় সংস্থাগুলির নোডাল এজেন্সি হওয়ায় পিএসিএস, ডেয়ারি, ফিশারি এবং ভারত জুড়ে অনেক সমবায় সংস্থার সমবায় চেতনা লালন ও প্রচারের জন্য কাজ করছে।

শ্রী মুরলিধর মোহোল,
কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী

সমবায়ের উচিৎ কৃষকের সর্বাধিক রোজগা-রের সুবিধা করে দেওয়া।

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি

সভাপতি, এনসিইউআই এবং ইফকো

ন্যানো ইউরিয়া প্লাস এবং ন্যানো ডিএপি'র মতো ইফকো ন্যানো সার কৃষকদের জন্য বৈপ্লবিক প্রমাণিত হচ্ছে। এগুলি শুধু ফসলের ফলন বাড়ায় না, পরিবেশকেও রক্ষা করে।

ডা. উদয় শঙ্কর অবস্থি,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও, ইফকো

সমবায় মন্ত্রকের নেতৃত্বে সমবায়গুলি গ্রামীণ ভারতের স্বনির্ভরতার ভিত্তি হয়ে উঠছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং বাজারের সরাসরি অ্যাক্সেসের মতো উদ্যোগগুলি কৃষক এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়কে এক নতুন পরিচয় দিয়েছে।

সমবায় মন্ত্রক,
ভারত সরকার

২০২৪-২৫'এর তৃতীয় অগ্রিম অনুমান:
খাদ্যশস্য উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

■ ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রথমবারের জন্য ৩৫.৪ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে

সহকার উদয় টিম

কৃষক কল্যাণ এবং কৃষি বৃদ্ধি সর্বদা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কৃষক কেন্দ্রিক নীতি ও প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়ন, রাজ্য সরকারগুলির সক্রিয় সমর্থন, কৃষকদের নিরলস কঠোর পরিশ্রম এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের দক্ষতার কারণে ভারত খাদ্যশস্যের ভান্ডার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের অনুকূল বর্ষাও ফসলের ফলন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ২০২৪-২৫ ফসল বছরে, ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন সর্বকালের সর্বোচ্চ ৩৫.৪০ কোটি টন পৌঁছেছে, যা ২০২৩-২৪ সালের ৩৩.২৩ কোটি টনের তুলনায় ২.১৭ কোটি টন (৬.৫%) বেশী। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় অগ্রিম অনুমানে চাল, গম, ভুট্টা, চিনাবাদাম এবং সয়াবিনের মত মূল ফসলে রেকর্ড উৎপাদন হতে পারে।

এই সময়ে, ১৪৯০.৭৪ লক্ষ টন রেকর্ড চাল, ১১৭৫.০৭ লক্ষ টন রেকর্ড গম এবং ৪২২.৮১ লক্ষ টন রেকর্ড ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে। শ্রী অন্ন (নিউট্রি-সিরিয়ালস) উৎপাদন ১৮০.১৫ লক্ষ টন, তুর (পিজিয়ন পি) ৩৫.৬১ লক্ষ টন এবং ছোলা ১১৩.৩৭ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। তৈলবীজের মোট উৎপাদন ছিল ৪২৬.০৯ লক্ষ টন, যার মধ্যে রেকর্ড ১১৮.৯৬ লক্ষ টন চিনাবাদাম, রেকর্ড ১৫১.৮০ লক্ষ টন সয়াবিন, এবং ১২৬.০৬ লক্ষ টন রেপসিড-মাস্টার্ড। একইভাবে, মোট ডাল উৎপাদন ছিল ২৫২.৩৮ লক্ষ টন, যা আগের বছরে ২৪২.৪৬ লক্ষ টনের তুলনায় ৯.৯২ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ডালের মধ্যে, মুগডাল(গ্রিন গ্রাম)উৎপাদন ৩৮.১৯ লক্ষ টন, যা গত বছরের ৩১.০৩ লক্ষ টনের চেয়ে ৭.১৬ লক্ষ টন বেশি। তুর (পিজিয়ন পি) উৎপাদন অনুমান করা হয় ৩৫.৬১ লক্ষ টন, যা আগের বছরের ৩৪.১৭ লক্ষ টনের তুলনায় ১.৪৪ লক্ষ টন বেশী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য চাষের খরচ কম করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বেশ কয়েকটি স্কিম কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিসান ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করা, "প্রতি ফোঁটায় বেশী ফসল" উদ্যোগ প্রচার, খামারের যান্ত্রিকীকরণ, সাশ্রয়ী মূল্যের সারের প্রাপ্যতা বা ২ লক্ষ কোটি টাকার সারে ভর্তুকি প্রদান বা প্রধানমন্ত্রী-কিসান (প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি)'র মত প্রকল্পগুলি স্পষ্ট ফলাফল দিয়েছে। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যে, ভারতের খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত স্টক একটি মূল শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী গুদামগুলি খাদ্য শস্যে উপচে পড়ছে এবং কৃষকদের কাছেও প্রচুর যোগান রয়েছে। এই প্রাচুর্য দেশীয় পণ্য বাজারে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সামলাতে, আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে এবং বর্ধিত রফতানির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

খরিফ ফসলের এমএসপি বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি ২০২৫-২৬ মরসুমের জন্য ১৪টি খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়তা মূল্য (এমএসপি)বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদনের পারিশ্রমিক মূল্য পান তা নিশ্চিত করার জন্য এমএসপি উত্থাপন করা হয়। প্রধান খরিফ ফসল ধানের জন্য এমএসপি গ্রেড এ'র জন্য কুইন্টাল প্রতি ২,৩৮৯ টাকা এবং সাধারণ গ্রেডের জন্য কুইন্টাল প্রতি ২,৩৬৯ টাকা করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায়, এমএসপিতে সর্বাধিক বৃদ্ধি হয়েছে নাইজারসিড (রামতিল)'এ যা কুইন্টাল প্রতি ৮২০ টাকা বেড়েছে। এর পর বেড়েছে রাগি (কুইন্টাল প্রতি ৫৯৬ টাকা),সুতি(কুইন্টাল প্রতি ৫৮৯ টাকা) এবং তিল (কুইন্টাল প্রতি ৫৭৯ টাকা)।

প্রধান ফসলের এমএসপি

শস্যের	ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (টাকা প্রতি কুইন্টাল)	
	Year 2025-26	Year 2024-25
ধান (গ্রেড এ)	2389	2320
ধান (সাধারণ)	2369	2300
ভুট্টা	2400	2225
তুর (অরহর)	8000	7550
মুগডাল	8768	8682
বিউলি	7800	7400
জোয়ার (হাইব্রিড)	3699	3371
জোয়ার (মালডান্ডি)	3749	3421
মিলেট	2775	2625
রাগি	4886	4290
চিনাবাদাম	7263	6783
সূর্যমুখী বীজ	7721	7280
সয়াবিন (হলুদ)	5328	4892

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

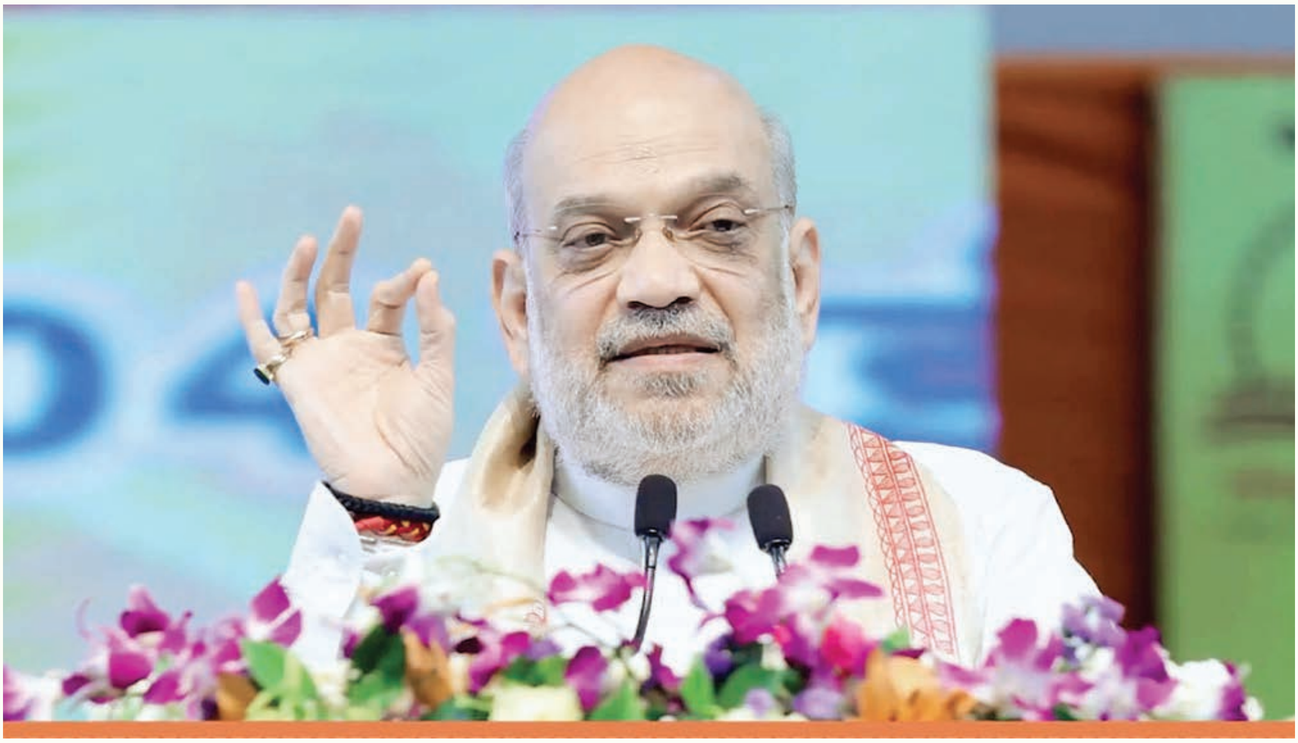

নিষ্ক্রিয় পিএসিএস পুনরুদ্ধার

সমবায় খাতে একটি বড় সংস্কার

সহকার উদয় টিম

- লিকুইডেটেড পিএসিএসগুলির জন্য সমাধান এবং নতুন পিএসিএস প্রতিষ্ঠার নতুন নীতি: শ্রী অমিত শাহ
- আইনী সংস্কারের জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সমবায় মন্ত্রক
- ডরম্যান্ট পিএসিএস পুনরায় সক্রিয় করতে পদ্ধতিগত এবং আইনী বাধা দূর করা
- অ-কার্যকর পিএসিএসগুলির নিবন্ধন বাতিল করে নতুনের সাথে প্রতিস্থাপন করা হবে

সমবায়গুলির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার এবং কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিতে (পিএসিএস) বিস্তৃত সংস্কার করা হচ্ছে। ভারতের সমবায় কাঠামোর ভিত্তি স্তর হল এই পিএসিএস। সমবায় মন্ত্রক ইতিমধ্যে পিএসিএসগুলিকে তাদের কার্যক্রমের কম্পিউটারাইজেশন সহ অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এই দিকে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়ে সরকার এখন সারা দেশে নিষ্ক্রিয় পিএসিগুলিকে পুনরুদ্ধার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পুনর্জাগরণ আইনী সংস্কার দ্বারা সমর্থিত হবে। কেন্দ্রীয় গৃহ ও

সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে সরকার শীঘ্রই লিকুইডেশানের অধীনে থাকা পিএসিএসের নিষ্পত্তি এবং নতুন পিএসিএস গঠনের জন্য একটি বিস্তৃত নীতি প্রবর্তন করবে।

পিএসিএসগুলি সমবায় আন্দোলনের সাথে মানুষকে সংযুক্ত করতে এবং তৃণমূল স্তরে এর সুবিধা সরবরাহ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শক্তিশালী এবং সক্রিয় পিএসিএস ছাড়া একটি শক্তিশালী সমবায় কাঠামো অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্রামীণ ভারতকে 'সহকার সে সম্রিদ্ধি' (সহযোগি-

তার মাধ্যমে সমৃদ্ধি) মাধ্যমে রূপান্তর করার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে, ২০২৯ সালের মধ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েত যেখানে কোন পিএসিএস নেই তা প্রতিষ্ঠার সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। জাতীয় সমবায় ডাটাবেসের তথ্য অনুসারে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ২৫শে এপ্রিল ২০২৫ এর মধ্যে, মোট ১৯,৬১৯টি নতুন বহুমুখী প্রাথমিক সমবায় সমিতি (পিএসিএস/ ডেয়ারি/ফিশারি) ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএসিএস, ল্যাম্পস (লার্জ এরিয়া মাল্টি পারপাস সোসাইটি) এবং এফএসএস (ফার্মারস সার্ভিস সোসাইটিস)। বর্তমানে, প্রায় ১.০৫ লক্ষ পিএসি রয়েছে, যার মধ্যে ৩৫,০০০ এরও বেশি বিভিন্ন কারণে নিষ্ক্রিয়। এদের মধ্যে কিছু যদিও লিকুইডেশানের মধ্যে রয়েছে এবং অন্যরা বিভিন্ন সমস্যার কারণে অ-কার্যকরী হয়ে আছে। বর্তমানে নির্দিষ্ট সংস্কারের মাধ্যমে এদের পুনরায় সক্রিয় করা হবে।

জাতীয় সমবায় ডাটাবেস অনুসারে, ভারতে মোট ৮,৪৩,০৯৯টি সমবায় সমিতি রয়েছে, যার মধ্যে ৮,৩৯,২৪৪টি প্রাথমিক সমিতি।এর মধ্যে ৬,৪৪,৬০৮টি সক্রিয়, ১,৪৮,৩২৯টি নিষ্ক্রিয় এবং ৪৬,৩০৭টি লিকুইডেশানের মধ্যে রয়েছে।

অপরিবর্ধিত পিএসিএসগুলি পুনরুদ্ধার করতে আইনী সংস্কার

নিষ্ক্রিয় পিএসিএসগুলির অবস্থার উন্নতি করতে, সরকার সনাক্তকরণ, আইনী সরলিকরণ এবং কাঠামোগত সংস্কারের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সূচনা করছে। প্রথম পদক্ষেপ হল চার থেকে পাঁচ বছর অপরিবর্ধিত ও পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে এমন পিএসিএসের সনাক্তকরণ। পদ্ধতিগত এবং অপারেশনাল বাধাগুলি দূর করে এই জাতীয় পিএসিএসগুলি পুনরায় সক্রিয় করা হবে। যে পিএসিএস ১০ থেকে ২০ বছর নিষ্ক্রিয় রয়েছে এবং দীর্ঘ আইনী জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে তাদের জন্য সমবায় মন্ত্রক আইনী সংস্কার খুঁজছে যা তাদের নিবন্ধকরণ বাতিল করার অনুমতি দিতে পারে। এতে সেই পঞ্চায়েতগুলিতে নতুন পিএসিএস গঠনের পথ সুগম হবে। যেহেতু পিএসিএসগুলি রাজ্যের আইন দ্বারা পরিচালিত এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইন আলাদা, আইনী অভিন্নতার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। অনেক রাজ্যে, সময়োপযোগী আইনী সংস্কারের অভাবে পিএসিএসগুলি অ-কার্যকরী বা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং, আইনী সংস্কারগুলি মূলত রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগ এবং সম্মতির উপর নির্ভর করবে। এর সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে নির্দেশিকা প্রস্তুত এবং পরামর্শ জারি করবে। এই পরামর্শগুলি বাস্তবায়নের পরে, রাজ্যগুলি তাদের সমবায় আইন সংশোধন করে অপরিবর্ধিত পিএসিএসগুলির পুনরায় সক্রিয় করে তুলবে।

এই আইনী দিকটি বৃহত্তর সংস্কার প্রচেষ্টার অংশ।এর আগে, মন্ত্রালয় ইতিমধ্যে পিএসিএসের জন্য উপ আইনের একটি মডেল সেট চালু করে, যা সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করেছে।এখন, গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসাবে পিএসিএসগুলিকে শক্তিশালী করতে আইনী প্রক্রিয়া সহজ করার দিকে মনোনিবেশ করেছে।মন্ত্রালয় ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রগুলিকে অপরিবর্ধিত পিএসিএসগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে উৎসাহিত করেছে, তবে আইনী বাধার কারণে অগ্রগতি ধীর হয়ে গেছে। এটিকে স্বীকৃতি দিয়ে, বর্তমানে আইনী মেলবন্ধনের হাত ধরে পিএসিএস নেটওয়ার্কে নতুন জীবন সঞ্চার এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

পিএসিএস থেকে শীর্ষ সংস্থায় কাঠামোগত সংস্কার

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক 'পিএসিএস থেকে শীর্ষস্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত' পরিকাঠামোগত সংস্কারে জোর দিয়ে ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করে। শ্রী অমিত শাহের প্রচেষ্টায় পিএসিএসের জন্য একটি নতুন মডেল তৈরি করা হয়েছে, যার অধীনে তাদের ২২ টিরও বেশি ধরণের ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোল পাম্প স্থাপন করা, এলপিজি বিতরণকারী হওয়া, জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার, সাধারণ

পরিষেবা কেন্দ্র (সিএসসিএস), প্রধান মন্ত্রী কিসান সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং প্রধানমন্ত্রী অন্ন ভান্ডারন যোজনার অধীনে গুদাম নির্মাণ ও চালু করা। পিএসিএসের ব্যবসায়িক সুযোগ ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। পিএসিএসগুলিকে শক্তিশালী করতে, কেন্দ্রীয় সরকার ৫,০০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সমবায় মন্ত্রকের কার্যকর প্রচেষ্টা এখন দৃশ্যমান ফলাফল লাভ করতে শুরু করেছে।

সমবায় খাতে ব্যাপক সংস্কারের জন্য, সমবায় মন্ত্রক ৬০টিরও বেশি বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ স্তরে পিএসিএসের কার্যকারিতা আরও স্বচ্ছ এবং দক্ষ করার জন্য, মডেল উপ আইন প্রস্তুত করে রাজ্যগুলিকে প্রেরণ করা হয় যা সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করেছে। এটি পিএসিএস উন্নয়নের জন্য সমস্ত উপায় অন্বেষণ করেছে। পিএসিএসগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য, সমস্ত সক্রিয় পিএসিএস কম্পিউটারাইজড হচ্ছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ২,৫১৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৬০%(১,৫২৮ কোটি)কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে এবং ৩০%(৭৩৬ কোটি)রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি অবদান রাখবে। বাকি ১০%(২৫২ কোটি) নাবার্ড বহন করবে। নাবার্ড এই প্রকল্পের নোডাল এজেন্সি।

৪৭,০০০ পিএসিএসকে নিবন্ধিত করা হয়েছে

প্রকল্পের অধীনে, ৬৭,৯৩০টি পিএসিএস কম্পিউটারাইস করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬,৯২০টি পিএসিএস ইতিমধ্যে নাবার্ডের সাধারণ সফ্টওয়্যারটির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। শীর্ষস্থানীয় পিএসিএসের সর্বাধিক আছে মহারাষ্ট্র (৯,৩০৬) থেকে, তারপরে তামিলনাড়ু, মধ্য প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং গুজরাট। অবশিষ্ট পিএসিএসগুলির কম্পিউটারাইজেশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আজ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কারণে, অনেক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নাবার্ডের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

সরকার পিএসিএসের জন্য সফ্টওয়্যার তৈরি করেছে যা কৃষকদের স্থানীয় ভাষায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে সক্ষম করে। দেশজুড়ে, কম্পিউটারাইজড পিএসিএস হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, বাংলা, তামিল এবং অসমি সহ ১১টি প্রধান ভারতীয় ভাষায় কাজ করছে। অনলাইন নিরীক্ষণের বিধানটিও সমবায় খাতে আরও স্বচ্ছতা এনেছে।

পিএসিএসের কম্পিউটারাইজেশন এবং তাদের ইন্টারনেট সংযোগ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এখন অনলাইন হয়ে গেছে। এটি পিএসিএস রেকর্ডগুলির ডিজিটাইজেশনে সাহায্য করেছে। একবার অনলাইন হয়ে এবং নাবার্ডের ইউনিফাইড সফ্টওয়্যারটির সাথে সংহত হয়ে গেলে, একাধিক অন্যান্য পরিষেবাগুলি সরাসরি পিএসিএসের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের ব্যবসায়ের সুযোগকে প্রসারিত করে এবং সমবায়গুলির সাথে যুক্ত সবার জীবন উন্নত করেছে। পিএসিএসগুলির এখন নাবার্ডে ডিজিটাল অ্যাক্সেস রয়েছে এবং পিএসিএসগুলির আর্থিক লেনদেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারছে। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরে, সমবায় ইউনিটগুলি আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠছে, যার ফলে সরাসরি সমবায় সমিতির সদস্যরা উপকৃত হচ্ছে।

মডেল উপ আইনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়ানো

পিএসিএসগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য পরিচালন সম্পর্কিত সংস্কারও করা হয়েছে। মডেল উপ-আইন প্রবর্তন পিএসিএসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এনেছে। এই উপ-আইনগুলি সদস্যদের দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করে পরিচালনা পর্ষদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়াতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন ঘটায়। বোর্ডে নারী, তফসিলি বর্ণ এবং তফসিলি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পিএসিএস অপারেশনগুলির কার্যকারিতা উন্নত করতে, তাদের এখন পেশাদারদের নিযুক্ত

পিএসিএসের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ

- বীজ, সার এবং কীটনাশক বিতরণ
- এলপিজি, পেট্রোল এবং ডিজেলের ডিলারশিপ।
- সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র, জন ঔষধি কেন্দ্র
- সংগ্রহ, স্টোরেজ (গোডাউন এবং কোল্ড স্টোরেজ), এবং কৃষি উৎপাদনের প্যাকেজিং
- ন্যায্য মূল্য রেশন শপ
- মৎস্য, ডেয়ারি এবং পোলট্রি ফার্ম
- খামার যন্ত্রপাতি জন্য কাস্টম নিয়োগ কেন্দ্র
- উদ্যানপালন পণ্য চাষ
- মৌমাছি পালন, ভেড়া, ছাগল এবং শূকর লালন
- সেরিকালচার (সিল্ক উৎপাদন)
- কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার, ব্র্যান্ডিং এবং বিপণন কার্যক্রম
- বীমা পরিষেবা, ব্যাঙ্ক মিত্র এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধি
- প্রতিটি পরিবারে কলের জল সরবরাহ (জল জীবন মিশন)
- বায়োগ্যাস উৎপাদন
- বিদ্যুৎ বিল বিতরণ এবং সংগ্রহ কেন্দ্র
- লকার সুবিধা

করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

সমবায়ের সুবিধা আরও বেশি মানুষ, ভূমিহীন কৃষক, কৃষক শ্রমিক, প্রাণিসম্পদ লালনকারী, ডেয়ারি কৃষক এবং মৎস্যপালকদের এখন পিএসিএসের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে পিএসিএস সদস্যপদ অস্বীকার করা যায় না। কোনও সদস্যের মৃত্যু হলে, তাদের পরিবারে সদস্যপদ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াটিও সরল করা হয়েছে।

শ্রী অমিত শাহের মতে, "শুধুমাত্র পিএসিএসের ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমেই সমবায় আন্দোলন গতি অর্জন করতে পারে। মডেল উপ-আইন বাস্তবায়নের ফলে পিএসিএস অপারেশনগুলির সুযোগ আরও প্রসারিত হবে, তাদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।" এই উদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ে পিএসিএস উপ-আইনে অভিন্নতা এনে সেন্ট্রাল, রাজ্য, জেলা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিচালিত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপকৃত করবে।

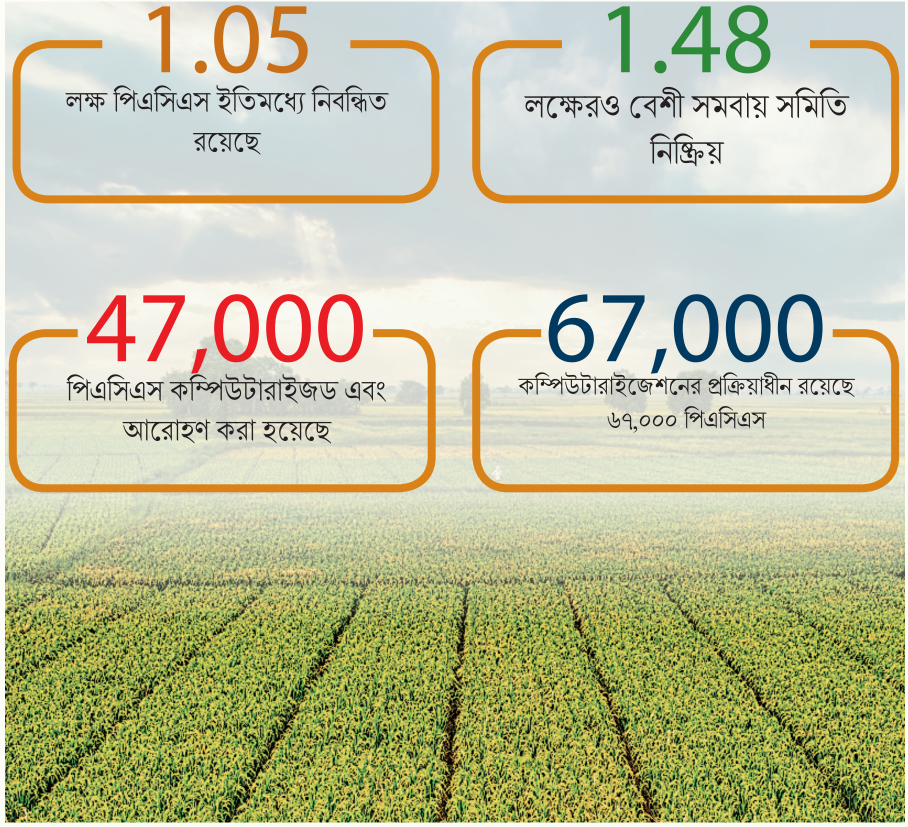

মডেল উপ-আইন বাস্তবায়নের ফলে পিএসিএসকে বহুমুখী সত্তা হওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ বেকার যুবা এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মডেল উপ-আইন গ্রহণের সাথে সাথে, পিএসিএসগুলি বিভিন্ন মন্ত্রকের থেকে স্কিমের সুবিধা পেতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের মতে, প্রায় ৮০টি সেক্টর সনাক্ত করা হয়েছে যাতে পিএসিএস তাদের কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য পিএসিএসগুলিকে লাভজনক বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। এটি যুবাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াচ্ছে এবং সমবায় খাতে আরও বেশি আগ্রহ তৈরি করেছে।

পিএসিএসের বিভিন্ন রূপ

সমবায় আন্দোলনের প্রথম যোগসূত্র, প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতির(পিএসিএস) ধারণাটি দীর্ঘদিন আগে ভারতে কল্পনা করা হয়েছিল। আসাম ও ছত্তিশগড়ের উপজাতি অঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে সংহত করে গঠিত পিএসিএসগুলি লঙ এরিয়া মাল্টি পারপাস সোসাইটিস (এলএএমপিএস) হিসাবে পরিচিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যে সমবায় সমিতিগুলি কৃষক পরিষেবা সমিতি (এফএসএস) নামে কাজ করে। দেশের কিছু পিএসিএস একশো বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে, স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজনের জন্য এই জাতীয় সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে সদস্যরা সহজেই কৃষিকাজ, বিবাহ, শিশুদের শিক্ষা এবং অন্যান্য ছোট বা বড় ব্যয়ের জন্য ঋণের সুবিধা পেত।

প্রচলিত ব্যাঙ্কের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, পিএসিএসগুলি তাদের সদস্যদের ব্যাঙ্কিং'এর মতো পরিষেবা দিয়ে থাকে। এই সমবায় সমাজগুলিতে, সদস্যরা নিজেদের সঞ্চয় একত্রিত করে সবার চাহিদা মেটাতে এবং এই একত্রিত সঞ্চয় সদস্যদের প্রয়োজন পূরণের কার্যকরী মূলধন হিসাবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পিএসিএস জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের(ডিসিসিবি)সদস্য। পিএসিএস তাদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে ডিসিসিবি থেকে ধার করে। ডিসিসিবি হল কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন(সিবিএস)এর মাধ্যমে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সাথে সংযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক।

রাজ্য সরকারগুলি এই তিন স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যা রাষ্ট্রীয় সমবায় আইনের অধীনে পরিচালিত হয়। নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড গ্রামীণ উন্নয়ন) এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় ফিনান্স এবং সাহায্য করে। কম্পিউটারাইজেশনের পরে, পিএসিএসগুলি তাদের নিজ নিজ ডিসিসিবি এবং রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছে।

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ উন্নত ভারত গঠনে সমবায়ের ভূমিকার উপর জোর দেন

নতুন সমবায় স্থাপনের জন্য এক সমবায় নীতি তৈরি করা হবে

সহকার উদয় টিম

- যতক্ষণ না সাম্প্রতিক পরিবর্তনের সুবিধা পিএসিএস এবং কৃষকদের কাছে পৌঁছায় ততক্ষণ সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী করা যাবে না
- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যগুলির সাহায্যে কম-সক্রিয় প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি(পিএসিএস)সক্রিয় করতে কাজ করবে
- সচেতনতা তৈরি, স্বচ্ছতার জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন এবং সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতে সমবায় আন্দোলন একটি নতুন দিক নির্দেশ ও মাত্রা দেওয়ার জন্য এক বড় উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। ২০২১ সালে সমবায় মন্ত্রক গঠনের সাথে সাথে দেশে সমবায় উন্নয়ন 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' এবং 'একটি উন্নত ভারতে সমবায়ের ভূমিকা'র দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন গতি অর্জন করছে। গুজরাটের আহমেদাবাদে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক 'উন্নত ভারত গঠনে সমবায়ের ভূমিকা' থিমটিতে আয়োজিত গ্র্যান্ড কনফারেন্সের সময় এই মতামতগুলি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভাগ করে নেন।

তিনি বলেন যে খাতটিতে পরিবর্তনের সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত খাতটি শক্তিশালী হতে পারবে না। এদের মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) এবং কৃষক । সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং পিএসিএসগুলিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শ্রী শাহ বলেন যে আমাদের অবশ্যই সমস্ত ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা, প্রশিক্ষণ এবং স্বচ্ছতা আনতে হবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে এ কারণেই মোদী সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি করে পিএসিএস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের অধীনে দুই লক্ষ নতুন পিএসিএস, ডেয়ারি এবং মৎস্যপালন সমবায় নিবন্ধিত হবে। শ্রী শাহ যোগ করেন যে সরকার পিএসিএসগুলিকে প্রায় ২৫টি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রসারিত করেছে। পিএসিএসের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি বড় নীতি ঘোষণা করে তিনি বলেন যে ভারত সরকার শীঘ্রই লিকুইডেশানের অধীনে থাকা পিএসিএসের নিষ্পত্তি এবং নতুন পিএসিএস গঠনের জন্য একটি

নীতি প্রবর্তন করবে।

সমস্ত রাজ্য এবং জেলাগুলিতে সমবায়ের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে হবে

শ্রী অমিত শাহ জোর দেন যে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও জেলায় সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা সমস্ত স্বত্বাধিকারীদের সম্মিলিত দায়িত্ব। তিনি প্রতিটি রাজ্যে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির (পিএসিএস) অবস্থান উন্নত করার, জেলা-স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার এবং এর ফলে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। একটি বড় কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা তুলে শ্রী শাহ বলেন যে ভারত দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বব্যাপী ত্রি-স্তরীয় সমবায় কাঠামোর সাথে একটি চতুর্থ স্তর যুক্ত করেছে। তাঁর মতে, দেশজুড়ে সমবায়ের প্রসার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে প্রতিটি সমবায় কার্যকলাপ,

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে পুরো প্রচারটি তিনটি মূল স্তম্ভের উপর নির্ভর করে : প্রশাসনের মূলধারায় সমবায়কে সংহত করা, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে স্বচ্ছতা এবং সত্যতা নিশ্চিত করা এবং সমবায় আন্দোলনে আরও নাগরিকদের যুক্ত করার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করা। শ্রী শাহ সমবায় বছরে এই পথ ধরে কাজ করার গুরুত্বকে মনে করিয়ে দেন এবং জানান যে ভারত সরকার, সমবায় মন্ত্রক ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যে প্রায় ৫৭টি বিভিন্ন পদক্ষেপের সূচনা করেছে। তিনি ভারতের সমবায় খাতকে আরও জোরদার ও প্রচারের জন্য ইউনাইটেড নেশান্স কর্তৃক ঘোষিত ২০২৫কে সমবায় আন্তর্জাতিক বছর ঘোষণা করার সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন।

সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ

শ্রী অমিত শাহ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে, স্বচ্ছতার নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা এবং নিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমবায়গুলির আন্তর্জাতিক বছরের সময় সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে সমবায়ের ধারণাটি ১৯০০ সালের মতো বিশ্বব্যাপী আজও প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতে শুরু হওয়া সমবায় আন্দোলন সময়ের সাথে সাথে দেশের একটি বড় অংশ থেকে প্রায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি এখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় খাতে বেশ কয়েকটি নতুন উদ্যোগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। মোদী সরকার ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, যা জাতীয় পর্যায়ে কাজ করবে। শ্রী শাহ যোগ করেন যে দেশের প্রতিটি রাজ্যে সমবায় সম্পর্কিত সমস্ত সেক্টর জুড়ে এর মূল ধারণাগুলির ভিত্তিতে সহযোগিতার অধ্যয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের সময়, ভারত সরকার 'সমবায়ের বিজ্ঞান' এবং 'সমবায়ে বিজ্ঞান'’এ জোর দিয়েছে। শ্রী অমিত শাহ বলেন যে গুজরাট সহ সারা দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে 'সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা' নিয়ে একটি পরীক্ষাকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে অন্যান্য সমবায়গুলির সহযোগিতায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের পুরো কাজকর্ম পরিচালিত হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সমস্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ডেয়ারি ইত্যাদি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে বজায় রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন যে আমাদের অবশ্যই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা প্রচার করতে হবে এবং এই উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

অপারেশন সিঁদুর পাকিস্তানের শোচনীয় হার

সহকার উদয় টিম

- প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি নির্ণায়ক আঘাত হেনে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে
- কার্যকর কূটনীতি, কুশল পরিকল্পনা এবং সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য সাহস পাকিস্তানের সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে

জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পাকিস্তান থেকে পাঠানো সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলার জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সিঁদুর অভিযান করে। এই অভিযান কেবল পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী শিবিরগুলিই ধ্বংস করেনি, ১১টি পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটিও ধ্বংস করে পাকিস্তানকে নতজানু করে দিয়েছে। ভারতের সুনির্দিষ্ট আক্রমণ তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে চমৎকার সমন্বয় এবং মন্ত্রক ও সরকারী সংস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার প্রদর্শন করে।

আর সহনশীলতা নয় - অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারত সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এই স্পষ্ট ও দৃঢ় বার্তা পাঠিয়েছে। সন্ত্রাসবাদের প্রতিটি পদক্ষেপের চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হবে। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সংঘাতের মাত্র তিন দিনের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙে পড়ে। ভারত পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ভেঙে দেয় এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ পরিকল্পনাকে চূর্ণ করেছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা একসময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুরক্ষায় নিরাপদ বোধ করত, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর একক, সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মাত্র কয়েক মিনিটে পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটি ও সামরিক স্থান ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতের আক্রমণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির আবেদন করে। ভারত তার শক্তি পুরোপুরি প্রদর্শন করার আগেই নিজের শর্তে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে রাজি হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করেনি এবং নৌবাহিনী একটিও গোলাবর্ষণ করেনি। স্থল, আকাশ বা সমুদ্রে যে কোনও পরিস্থিতি-যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময়-মোকাবিলার জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সতর্কতার সুরে ঘোষণা করেন, "এটি নতুন ভারত-অপরিসীম শক্তিশালী ও সক্রিয় দেশ। সন্ত্রাসের ষড়যন্ত্রকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। তারা এমন শাস্তি পাবে যা তাদের কল্পনার বাইরে।" অপারেশন সিঁদুর'এর সাফল্যের পরই প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিহার সফর চলাকা-

লীন বলেন, "আমি আরও একবার বিহারে এসে, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই থেমেও যায়নি, কমেও যায়নি। সন্ত্রাসবাদ যদি আবার মাথা উঁচু করে, ভারত তাকে তার লুকানো জায়গা থেকে বের করে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করবে।" শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, ভারতের যুদ্ধ দেশের প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে, তা সে সীমান্ত পেরিয়েই হোক বা দেশের অভ্যন্তরেই হোক।

অপারেশন সিঁদুর'এ অসাধারণ সামরিক বীরত্বের প্রদর্শন

'অপারেশন সিঁদুর "-এ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি এস এফ)'এর অসাধারণ সাহস ও অদম্য মনোভাবের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার সাক্ষী। ভারতের সীমান্তে মোতায়েন বি. এস. এফ-এর জওয়ানরা নিরাপত্তার এক অবিচ্ছেদ্য ঢাল, যাঁদের প্রধান কর্তব্য হল ভারত মাতাকে রক্ষা করা। তিনি বিহারের সাহসী সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হওয়া বি. এস. এফ-এর সাব-ইন্সপেক্টর শ্রী ইমতিয়াজের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এর আগে 'মন কি বাত" অনুষ্ঠানে তিনি বলেন," আজ সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ, ক্রোধে পূর্ণ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ প্রত্যেক ভারতীয়ের সংকল্প হল সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা। অপারেশন সিঁদুর-এর সময় আমাদের বাহিনী যে বীরত্ব দেখিয়েছে, তা প্রত্যেক ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। আমাদের বাহিনী যে নির্ভুলতার সঙ্গে সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা ধ্বংস করেছে, তা লক্ষনীয়। অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে নতুন করে আস্থা ও উৎসাহ জাগিয়েছে। এটি কেবল একটি সামরিক মিশন নয়, এটি আমাদের সংকল্প, সাহস এবং ভারতের পরিবর্তিত চিত্রের প্রতিফলন।

'অপারেশন সিঁদুর "-এর সময় সশস্ত্র বাহিনীর

> বিশ্ব সিঁদুরের তাৎপর্য জানত না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর" রেখে সমগ্র বিশ্বকে সিঁদুরের গুরুত্ব বোঝান। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের বাড়িতে ঢুকে তাদের সদর দফতর ধ্বংস করে গর্বের সঙ্গে ভারতের মাতৃশক্তির মাথা উঁচু করার কাজ করেছেন।
>
> - শ্রী অমিত শাহ
>
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

গতি, গভীরতা এবং নির্ভুলতার প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর" রাখার আগে পর্যন্ত গোটা বিশ্ব সিদুরের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে প্রবেশ করে এবং তাদের সদর দপ্তর ধ্বংস করে গর্বের সঙ্গে ভারতের মাতৃশক্তিকে উন্নীত করেছেন।

দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় বি. এস. এফ-এর অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিতে ভারতের হামলার পর পাকিস্তান যখন আবাসিক এলাকায় হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নেয়, তখন জম্মু সীমান্তে বি. এস. এফ-এর জওয়ানরা পাকিস্তানের ১১৮টিরও বেশি চৌকিকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সাহসিকতা তখনই সম্ভব যখন দেশের মধ্যে গর্ব, হৃদয়ে দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ় সংকল্প থাকে।

বি. এস. এফ-এর জওয়ানদের নিষ্ঠা, বীরত্ব, সাহস এবং আত্মত্যাগের কথা আজ দেশের প্রতিটি শিশুর মুখে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বি. এস. এফ-এর কর্মীদের সতর্কতার কারণেই কোনও হামলা দেশের অভ্যন্তরে সরাসরি ক্ষতি করতে পারেনি।

◆◆◆

সরকার যুবাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করছে

- ৫১,০০০'এরও বেশি নির্বাচিত যুবা বিভিন্ন সরকারি কাজের নিয়োগপত্র পেয়েছেন
- ভারতীয় যুব সম্প্রদায় ডিজিটাল অর্থনীতি পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছে

সহকার উদয় টিম

ভারতের যুবসমাজ তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে তাদের সম্ভাবনা তুলে করছে।আমাদের সরকার প্রতিটি পদক্ষেপে দেশের যুবাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সুনিশ্চিত করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৫১ হাজারেরও বেশি নির্বাচিত যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র বিতরণের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগগুলি যুবাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ভারতের যুব সম্প্রদায়কে তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করছি। ফলস্বরূপ, গত এক দশকে তরুণ ভারতীয়রা প্রযুক্তি, তথ্য এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্ব নেতৃত্বের দিকে চালিত করেছে। ইউপিআই, ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি) এবং গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম)-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির সাফল্য প্রমাণ করে যে কীভাবে ভারতের যুবসমাজ ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে এবং এর কৃতিত্ব যুবসমাজের। তাঁদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণের এবং দেশের সেবা করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আপনাদের দায়িত্ব হল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করা। আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং শ্রমিকদের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনাও আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। আপনারা যত আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন, উন্নত ভারতের যাত্রাপথে তত বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।"

নির্মাণ মিশন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-কে উৎসাহ দিচ্ছে

কেন্দ্রীয় বাজেটে ম্যানুফ্যাকচারিং মিশন ঘোষণার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর লক্ষ্য হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচার করা এবং দেশের যুবাদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পণ্য তৈরির সুযোগ প্রদান করা। এই উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে (এসএমই) শুধু উৎসাহই দেবে না, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও সৃষ্টি করবে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সময়কে ভারতের যুবাদের জন্য এক অভূতপূর্ব সময় হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ভারতকে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে দ্রুততম হিসাবে তুলে ধরে সাম্প্রতিক আইএমএফ প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগামী বছরগুলিতে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটোমোবাইল ও জুতোর মতো শিল্পে রেকর্ড উৎপাদন ও রপ্তানি যুবসমাজের জন্য বড় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রথমবারের মতো, খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ পণ্যগুলি ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার টার্নওভার অতিক্রম করেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করেছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। কয়েক দিন আগে ভারত অভ্যন্তরীণ জল পরিবহনে আরও একটি মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০১৪ সালের আগে অভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে বছরে মাত্র ১৮০ লক্ষ টন পণ্য পরিবহন করা হত। এ বছর এই সংখ্যা বেড়ে ১৪৫০ লক্ষ টনেরও বেশি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী এই সাফল্যের জন্য ধারাবাহিক নীতি সংস্কারকে দায়ী করেছেন। আগে ভারতে মাত্র ৫টি জাতীয় জলপথ ছিল, যা এখন বেড়ে ১১০'এরও বেশি হয়েছে। এই জলপথগুলির কার্যকরী দৈর্ঘ্য ২,৭০০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই সাফল্য সারা দেশের যুবাদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে যা ভারতের বিকাশের গল্পকে আরও জোরদার করছে।

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ আমেদাবাদে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন

পাকিস্তানের সাথে শুধু পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবেঃ শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম দ্বারা

সীমান্ত নিরাপত্তার ইতিহাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর নাম সুবর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা কেবলমাত্র পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুন-রুদ্ধার এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের বিষয় নিয়ে হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, রক্ত ও জল একসঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে না এবং বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ একসঙ্গে চলতে পারে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাটে আমেদাবাদ পৌর নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্র-স্তর স্থাপনের সময় এই মতামতগুলি পুন-র্ব্যক্ত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রধা-নমন্ত্রী মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রণী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত ১১ বছরে, প্রধান-মন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা, সামরিক প্রস্তুতি এবং সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় তৈরি করার পাশাপাশি ভারতের উন্ন-য়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছেন। শ্রী শাহ বলেন, যখনই দেশের নি-রাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষার ইতিহাসে 'অপা-রেশন সিঁদুর' স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রী অমিত শাহ আমেদাবাদে ১৫৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূ-লক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ৩১টি উদ্বো-ধন, ৬০টি শিলান্যাস অনুষ্ঠান এবং তিনটি আবাসিক কমপ্লেক্স জুড়ে ১,০৭০টিরও বেশি পরিবারের হাতে বাড়ি হস্তান্তর। খাদি গ্রা-মোদ্যোগের আওতায় বেশ কয়েকটি কর্ম-সংস্থানমুখী প্রকল্প স্থানীয় সুবিধাভোগীদের উপকৃত করেছে।

একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল পল্লব ওভার-ব্রিজের উদ্বোধন, যা ট্র্যাফিক সিগন্যাল বা যানজট ছাড়াই প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ যানবাহন পারাপার করে এই অঞ্চলে যাতায়াত উল্লে-খযোগ্যভাবে সহজ করবে। আহমেদাবাদ জুড়ে মূল পরিকাঠামোগত উন্নতির মধ্যে রয়েছে নতুন জল বিতরণ কেন্দ্র, উন্নত বৃষ্টির জল নিষ্কাশন পাইপলাইন, ২৩৭ কোটি টাকার সবরমতী-চাঁদখেড়া রেল ওভারব্রিজ, সবরমতী নদীর তীরে আলঙ্কারিক আলো (১৩১ কোটি টাকা) এবং বেশ কয়েকটি ওভারব্রিজের অধীনে ক্রীড়া অঞ্চল (৩৮ কোটি টাকা)। শহরের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে পিএম আবাস যোজনা আবাসন (৩৮ কোটি টাকা) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পঞ্চবটী জংশনে একটি ফ্লাইওভার এবং ভাটভাতে নতুন জল বিতরণ কেন্দ্র (৪৪ কোটি টাকা), নিকোল (৩৮ কোটি টাকা) এবং ভাসানা (৩৪ কোটি টাকা) সহ অতিরিক্ত উন্নয়ন দেখা যাবে।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে দেশব্যাপী তিরঙ্গা যাত্রার সম্মান

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপন এবং নতুন ভারতের শক্তি প্রদর্শনের জন্য ভারত জুড়ে তিরঙ্গা যাত্রার (ত্রিবর্ণ মিছিল) আয়োজন করা হচ্ছে। গুজরাট পদযাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে শ্রী শাহ একটি দৃঢ় বার্তা দেন - "এই নতুন ভারত আমাদের দেশ ও জনগণের ক্ষতি করা প্রত্যেকটি দুষ্কৃতিকে খুঁজে বের করবে - এমনকি তারা গভীরতম গভীরে লুকিয়ে থাকলেও - এবং দ্রুত ন্যায় করবে।" এই যাত্রা জাতীয় ঐক্য এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সরকারের সংকল্পের প্রতীক।

সপ্তম খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

ভারত ২০৩৬ অলিম্পিক গেমস হোস্ট করার জন্য প্রস্তুত

সহকার উদয় টিম

ভারতে খেলাধুলা একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পরিণত হচ্ছে। ক্রীড়াবিদদের আবেগ এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাদের নিরলস সাধনা দেশকে গরবান্বিত করে। পাটনার পাটলীপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সপ্তম খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভাবনাগুলি প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করতে দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অলিম্পিক আয়োজনের বিষয়টি ভারতীয়দের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। ভারত ২০৩৬ সালে অলিম্পিক গেমস আয়োজনের দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি সারা দেশে ক্রীড়াবিদদের অসাধারণ প্রতিভা ও দৃঢ় সংকল্পের কথা তুলে ধরেন। তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করতে খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মঞ্চেও দেশের সফ্ট পাওয়ার বৃদ্ধি পাবে।"

ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আধুনিকায়নের ওপর সরকারের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গত এক দশকে ক্রীড়া বাজেট তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বছর তা প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সারা দেশে এক হাজারেরও বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র চালু রয়েছে এবং শুধুমাত্র বিহারেই তিন ডজনেরও বেশি কেন্দ্র রয়েছে। তিনি রাজগীরে খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, বিহার ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য ক্রীড়া একাডেমির মতো মূল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর জোর দেন।

- সরকার দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো আধুনিকায়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে
- ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ বিশ্ব মঞ্চে দেশের অনুগ্র শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে
- নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় খেলাধুলাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে কেবল শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিদই নয়, বিশ্বমানের ক্রীড়া পেশাদারদেরও গড়ে তোলা যায়।

পাটনা-গয়া মহাসড়কের পাশে একটি স্পোর্টস সিটি তৈরি এবং বিহারের গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া সুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস জাতীয় ক্রীড়া মানচিত্রে বিহারের উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রীড়া তরুণ ক্রীড়াবিদদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার সূক্ষ্মতা বোঝার এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। এই গেমস চলাকালীন,

খেলাধুলা উন্নয়নের নতুন পথ তৈরি করছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "ক্রীড়া জগত এবং এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি খেলার মাঠের বাইরেও ছড়িয়ে আচে। ক্রীড়া যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও শিল্পোদ্যোগের নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। তিনি ফিজিওথেরাপি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, স্পোর্টস টেকনোলজি, ব্রডকাস্টিং, ই-স্পোর্টস এবং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলির কথা উল্লেখ করেন, যেগুলি কর্মজীবনের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তরুণ পেশাদাররা কোচ, ফিটনেস প্রশিক্ষক, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট, ইভেন্ট ম্যানেজার, ক্রীড়া আইনজীবী এবং মিডিয়া বিশেষজ্ঞ হিসাবে নতুন কাজ খুঁজে পেতে পারেন।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে (এনইপি) জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলাকে যুক্ত করার মাধ্যমে ক্রীড়া উদ্যোগের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। খেলাধুলার বৃহত্তর প্রভাবের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, খেলাধুলা দলগত কাজ, সহযোগিতা এবং অধ্যবসায়ের মতো গুণাবলীকে উৎসাহিত করে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ক্রীড়াবিদদের তাঁদের সেরাটা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে তিনি তাঁদের 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' চেতনার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস শুধুমাত্র তরুণ ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রীড়া দক্ষতা গড়ে তুলবে না, বরং দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতিও জাগিয়ে তুলবে।

ভারতের ক্রীড়া বাজেট ১০ বছরে তিনগুণ বেড়ে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

₹4,000 crore

পাটনা, রাজগীর, গয়া, ভাগলপুর এবং বেগুসরাই সহ বিহারের একাধিক শহরে ক্রীড়া ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। ৬,০০০'এরও বেশি তরুণ ক্রীড়াবিদ তাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সারা বছর জুড়ে, দেশজুড়ে একাধিক স্তরে খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করা হয়- যেমন ইউনিভার্সিটি গেমস, যুব গেমস, শীতকালীন গেমস এবং প্যারা গেমস।বিহারের বৈভব সূর্যবংশীর আইপিএল খেলার উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈভবের কঠোর পরিশ্রম তাঁর প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি সমস্ত ক্রীড়াবিদদের ক্রমাগত তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে এবং তাঁদের ক্রীড়া যাত্রায় আরও উৎকর্ষ অর্জনের জন্য আরও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করেন।

বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিভা চিহ্নিতকরণ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর সরকারের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, খেলো ইন্ডিয়া এবং টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টিওপিএস)-এর মতো উদ্যোগগুলি একটি শক্তিশালী ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা বিহার এবং দেশের অন্যান্য অংশে হাজার হাজার ক্রীড়াবিদকে উপকৃত করেছে। তরুণ ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ার সঙ্গে পরিচিত করানোর গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কীভাবে খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস প্রাচীন দেশীয় খেলা যেমন গাটকা, কালারিপায়াট্টু, খো-খো, মল্লখাম্বা এবং যোগাসনকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের সমৃদ্ধ ক্রীড়া ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও উন্নীত করতে সাহায্য করেছে।

নতুন এবং উদীয়মান খেলা যেমন উশু, সেপাক তাক্র, পেনকাক সিলাট, লন বলস এবং রোলার স্কেটিংয়ের মতো খেলায় সাম্প্রতিক প্রশংসনীয় পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করে তিনি ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের কথাও স্বীকার করেন। একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে লন বলস পদক জেতার জন্য ভারতীয় মহিলা দলের প্রশংসা করেন।

1,000

সারা দেশে এক হাজারেরও বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

◆◆◆

গান্ধীনগরে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখেন শ্রী অমিত শাহ

মোদী সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে

- গোটা বিশ্ব ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা এবং মোদী সরকারের দৃঢ় ইচ্ছার প্রশংসা করছে
- পাকিস্তানের অনেক বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করে তাদের বিমান আক্রমণ ক্ষমতা ধ্বংস করে
- পাকিস্তানের অনেক বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করে তাদের বিমান আক্রমণ ক্ষমতা ধ্বংস করে

সহকার উদয় টিম

ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত দেশ হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাট মডেলের উপর ভিত্তি করে দেশের উন্নয়নকে রূপ দিচ্ছেন। তিনি শুধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনই আনেননি, দেশের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের সময় এই ভাবনাগুলি প্রকাশ করেন।

শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিশোধ নিয়ে দেশের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ভারতীয় বাহিনী ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করে। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্ব ভারতের সামরিক শক্তির নির্ভুলতা, বাহিনীর শৃঙ্খলা এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির প্রশংসা করে। শ্রী শাহ জোর

দিয়ে বলেন, যাঁরা একসময় ভারতকে পারমাণবিক শক্তির হুমকি দিয়েছিলেন, তাঁদের কড়া জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। তিনি ঘোষণা করেন যে সমস্ত দেশ তার সৈন্যদের জন্য গর্বিত এবং তাদের সাহসিকতা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, যতদিন সামরিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হবে, ততদিন এই অভিযান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী 'সিঁদুর'-এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তুলে ধরে এবং বিশ্বের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়ে ভারতের মা ও বোনেদের সম্মানে এই মিশনের নামকরণ করেছেন। শ্রী শাহ বলেন, এটা গর্বের বিষয় যে গুজরাট ও ভারত মাতার পুত্র শ্রী মোদী ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

২০১৪'র পর তিনটি বড় হামলার উপযুক্ত জবাব

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, ২০১৪ সালে শ্রী মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে সন্ত্রাসবাদী হামলা সাধারণ ঘটনা ছিল, যেখানে পাকিস্তান সমর্থিত সন্ত্রাসবাদীরা কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই ভারতীয় সেনা ও অসামরিক নাগরিকদের হত্যা করত। তবে, শ্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত তিনটি বড় সন্ত্রাসবাদী হামলার সম্মুখীন হয়েছেঃ প্রথম উরিতে, দ্বিতীয় পুলওয়ামায় এবং সাম্প্রতিকতমটি পহলগামে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, সরকার একটি শক্তিশালী এবং সিদ্ধান্তমূলক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে,যা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে এবং পাকিস্তানকে ভীত করেছে।

উরি হামলার জবাবে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে। পুলওয়ামা হামলার পর দেশ পাল্টা বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তান সমর্থিত সন্ত্রাসবাদীরা যখন পহলগামে হামলা চালায়, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সিঁদুরের অধীনে সন্ত্রাসবাদী সদর দপ্তর ভেঙে দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই অভিযান বিশ্ব নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের হতবাক করেছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে নিবিড় বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শ্রী শাহ বলেন, ভারত জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈয়বার সদর দপ্তর ধ্বংস করে প্রতিশোধ নিয়েছে।

১০০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসবাদী এবং ৯টি পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটি ধ্বংস

শ্রী শাহ বলেন, পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় নাগরিক- পর্যটকদের - তাদের পরিবারের সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভারতের প্রতিক্রিয়া অবশ্য তার মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল - দ্রুত এবং কেন্দ্রীভূত। শ্রী শাহ নিশ্চিত করেন যে, ভারতীয় বাহিনী শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের সদর দফতরই ধ্বংস করেনি, জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত নয়টি গুরুত্বপূর্ণ আস্তানাও ধ্বংস করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) সহ পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ১০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়েছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের পরিকল্পনাকারীদের কাছে একটি স্পষ্ট সংকেত পাঠিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত যেখানে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, ৮ই মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কচ্ছ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সফলভাবে সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনকে আটকাতে পেরেছে যা ভারতীয় ভূমির কোনও ক্ষতি হতে দেয়নি।

এর পরে, ৯ই মে, ১০০ জনেরও বেশি বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করার পর, ভারত পাল্টা আক্রমণ করে একাধিক বিমান ঘাঁটি এবং পাকিস্তানের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালায়, যা পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দেয়। শ্রী শাহ এই বলে শেষ করেন যে, বিশ্ব এখন বিস্ময়ের সঙ্গে ভারতের সামরিক শক্তি দেখছে এবং ভারতীয় সেনাদের সাহসিকতা দেশকে গর্বিত করে চলেছে।

◆◆◆

গান্ধীনগর ৭০৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প পেয়েছে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গান্ধীনগরে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ও গান্ধিনগর আরবান ডেভেলপমেন্ট অথারিটির (জি.ইউ.ডি.এ)অধীনে ৭০৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, তিনি ভাভোল এবং পেঠাপুরে নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি সেক্টর ২১ এবং সেক্টর ২২-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি নবনির্মিত আন্ডারব্রিজের উদ্বোধন করেন।

কোলাভাদা গ্রাম পরিদর্শনের সময় শ্রী শাহ কোলাভাদা অমৃত হ্রদে যাত্রা করেন এবং গান্ধীনগর পৌর নিগম ও ডাক বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। উল্লেখযোগ্য উন্নয়নগুলির মধ্যে, গান্ধীনগর পৌর কর্পোরেশনের অধীনে ৭৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়, যার মধ্যে ৫৭৫.৪৩ কোটি টাকার ৪৫টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই প্রকল্পগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে, উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬৮ কোটি টাকার ১৫টি প্রকল্প, দক্ষিণ অঞ্চলে ৩২১.৫০ কোটি টাকার ২২টি প্রকল্প এবং উভয় অঞ্চলে মোট ৮৫.২৬ কোটি টাকার ৮টি প্রকল্প রয়েছে।

প্রধান পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সেক্টর-২২ পঞ্চদেব মন্দির থেকে সেক্টর-২১ পর্যন্ত একটি আন্ডারব্রিজ, যা ১৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এবং কোলাভাদায় একটি নতুন পুকুর আনুমানিক ১১.৫২ কোটি টাকায় তৈরি এলাকার পরিবেশ ও জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মেহসানায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

দরিদ্ররা বাড়ির কাছেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে সরকার দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে একটি বড় আকারের প্রচারণা শুরু করেছে। গুজরাটের মেহসানায় শ্রী কে কে প্যাটেল এবং শ্রীমতী মধুবেন প্যাটেল নার্সিং কলেজের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই বিষয়টির ওপর জোর দেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন, ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, হর ঘর জল, হর ঘর মে শৌচালয় এবং মিশন ইন্দ্রধনুষের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, শিশুদের টিকাদান, পুষ্টি অভিযান এবং আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার প্রতিটি দরিদ্র মানুষের কাছে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর থেকে, ৬০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত নাগরিক আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন, যা তাদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

- এক দশকে স্বাস্থ্য বাজেট ৩৭ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে
- নাগরিকদের উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য সরকার ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে
- এইমস'এর সংখ্যা ৭ থেকে বেড়ে ২৩ হয়েছে, আর মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে বেড়ে ৭৮০ হয়েছে
- ৬০ লক্ষ নাগরিকের আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে

বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে সক্ষম করে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, ভারতে ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক নাগরিক কোনও আয়ের সীমা ছাড়াই ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী। তিনি আরও বলেন,

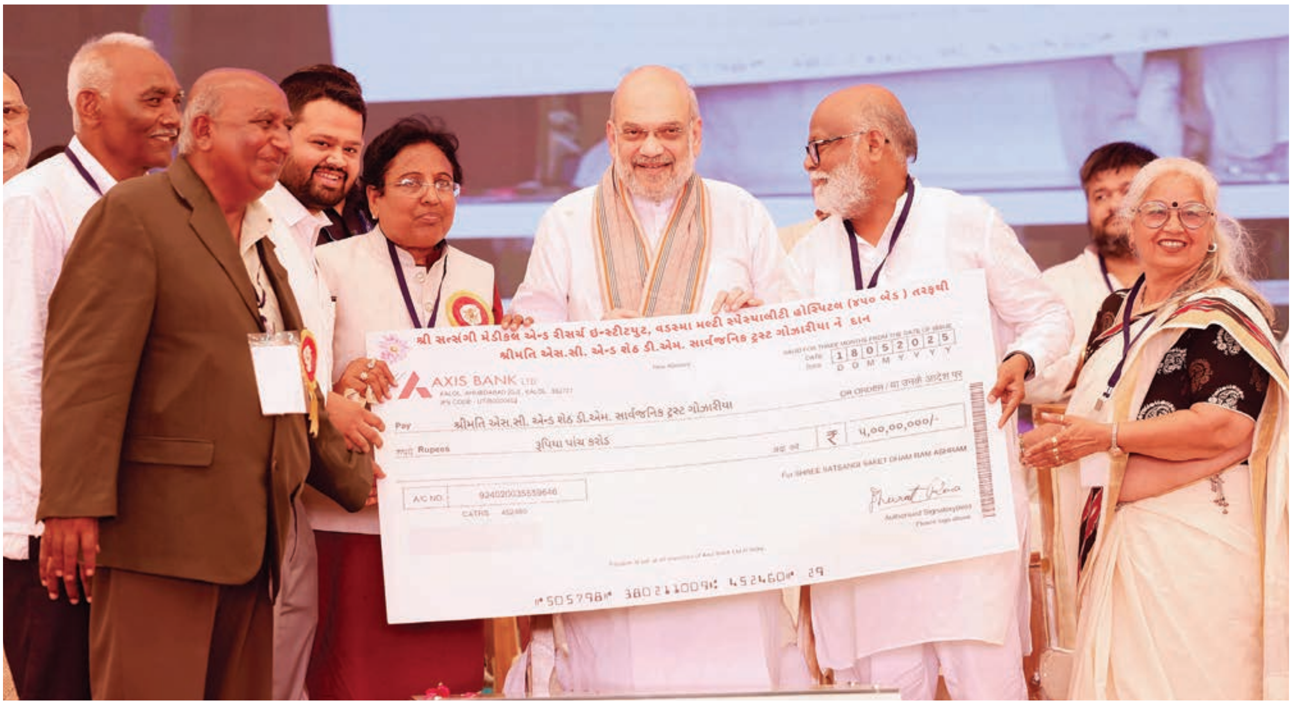

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, টেলি- মেডিসিন পরিষেবা প্রসার

শ্রী শাহ বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশের স্বাস্থ্য বাজেট ছিল ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা মোদী সরকার ২০২৫-২৬ সালে বাড়িয়ে ১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা করেছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বাজেটে এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে, সরকার একটি জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করেছে এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির স্থাপন করেছে।

আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের আওতায় ৭৩০টি বড় জনস্বাস্থ্য সুবিধা এবং ৩,৩৮২টি তহসিল স্তরের জনস্বাস্থ্য সুবিধা নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, ২০১৪ সালে দেশে মাত্র সাতটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) ছিল, যা এখন বেড়ে ২৩-এ দাঁড়িয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে ৩৮৭ থেকে বেড়ে ৭৮০ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মোদী সরকার এমবিবিএস আসনের সংখ্যা ৫১,০০০ থেকে বাড়িয়ে ১.১৮ লক্ষ করেছে। একইভাবে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মাস্টার্স ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারির স্নাতকোত্তর আসনের সংখ্যা ৩১ হাজার থেকে বেড়ে ৭৪ হাজার হয়েছে।

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, টেলি-মেডিসিন পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি যোজনার কার্যকর রূপায়ণের মাধ্যমে গত দশ বছরে নাগরিকদের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মান অনুযায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। এই উপলক্ষে তিনি গুজরাটের হাসপাতালগুলিকে এই মান অনুযায়ী নিজেদের উন্নত করার আহ্বান জানান যাতে সাধারণ মানুষ এবং হাসপাতাল প্রশাসন উভয়ই উপকৃত হতে পারে।

শ্রী শাহ বলেন, এই নার্সিং কলেজটি ৩,৭০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে স্নাতক স্তরে নার্সিং সহ প্রায় সমস্ত নার্সিং-সম্পর্কিত কোর্স চালু রয়েছে। লেকচার রুম, ল্যাবরেটরি, একটি গ্রন্থাগার এবং প্রশাসনিক অফিস সহ এই কলেজটি এই অঞ্চলের যুবাদের সহজলভ্য এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করবে। নার্সিং কলেজটি বিগত ৬৫ বছর ধরে নার্সিং শিক্ষায় অবদান রাখছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে এবং শীঘ্রই একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই আসন্ন হাসপাতালটি স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে বঞ্চিতদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদান করবে। শ্রী শাহ উপসংহারে বলেন, অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সমাজের দায়িত্ব।

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে নতুন ওসিআই পোর্টালের সূচনা করেন

অনাবাসী ভারতীয়রা বাড়ি ফিরতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া) কার্ডধারীদের বিশ্বমানের অভিবাসন পরিষেবা প্রদানের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ যাতে ভারতে আসতে বা থাকতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হন, তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। নতুন দিল্লিতে নতুন ওসিআই পোর্টালের সূচনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই মতামতগুলি ভাগ করে নেন। এই উপলক্ষে শ্রী শাহ বলেন, বিদেশী নাগরিকদের জন্য নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়া আরও নির্বিঘ্ন করতে নতুন ওসিআই পোর্টালটি একটি আপডেটেড ইউজার ইন্টারফেস সহ তৈরি করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পোর্টালটি ৫ মিলিয়নেরও বেশি ওসিআই কার্ডধারীদের পাশাপাশি নতুন আবেদনকারীদের জন্য উন্নত কার্যকারিতা, বর্ধিত নিরাপত্তা এবং ইউসার-ফ্রেন্ডলি অভিজ্ঞতা প্রদান করে। নতুন ওসিআই পোর্টালটি ইউআরএলঃ https://ociservices.gov.in এ উপলব্ধ। শ্রী শাহ বলেন, বিগত ১১ বছরে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির আলোকে ওসিআই কার্ডধারীদের মতামতের ভিত্তিতে একটি নতুন ওসিআই পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। আপডেটেড ওসিআই সেবা পোর্টালে ইউসার-ফ্রেন্ডলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল কার্যকারিতার মধ্যে রয়েছে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের বিশদ স্বয়ংক্রিয় জনসংখ্যা, একটি ড্যাশবোর্ড যা সম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবে পূরণ করা আবেদন উভয়ই প্রদর্শন করে, আবেদনকারীদের জন্য একটি সমন্বিত অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম, আবেদনের ধরণের উপর ভিত্তি করে নথি আপলোডের প্রয়োজনীয়তা শ্রেণীবদ্ধ করা এবং আবেদনকারীদের জন্য নমনীয়তা চূড়ান্ত জমা দেওয়ার আগে যে কোনও সময়ে তাদের আবেদনে পরিবর্তন করতে।

■ বিদেশী নাগরিকদের নিবন্ধন সহজ করতে আপ-টু-ডেট ইউজার ইন্টারফেস সহ নতুন ওসিআই পোর্টাল চালু করা হয়েছে

পোর্টালে সমন্বিত এফ. এ. কিউ, আবেদনকারীদের চূড়ান্ত আবেদন জমা দেওয়ার আগে তাদের তথ্য পর্যালোচনা ও যাচাই করার জন্য অনুরোধ, নির্বাচিত আবেদনের ধরণের উপর ভিত্তি করে যোগ্যতার মানদণ্ড এবং প্রয়োজনীয় নথির একটি স্পষ্ট প্রদর্শন এবং আবেদনকারীর ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করার জন্য একটি অন্তর্নির্মিত চিত্র ক্রপিং সরঞ্জাম রয়েছে।

এই ইউসার-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও, নতুন ওসিআই পোর্টালে বেশ কয়েকটি উন্নত প্রযুক্তিগত বদল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক পরিকাঠামো, একাধিক ওয়েব সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সারের মাধ্যমে উচ্চ প্রাপ্যতা এবং বিস্তৃত সফ্টওয়্যার এবং প্ল্যাটফর্ম আপগ্রেড সহ সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম, রেডহাট ৯-এ অপারেশন।

পোর্টালটি উন্নত নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োগ করে তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি সমস্ত ডিভাইস জুড়ে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে এবং একটি মোবাইল-বান্ধব ইন্টারফেস সরবরাহ করে, ডেটা স্টোরেজ এবং অ্যাক্সেসকে কেন্দ্রীভূত ও প্রবাহিত করে। উপরন্তু, পোর্টালটি শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা সম্ভাব্য সাইবার হুমকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (ওসিআই) কার্ডহোল্ডার স্কিম ২০০৫ সালে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের ভারতের বিদেশী নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করার অনুমতি দেয়, যদি তারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি বা তার পরে ভারতের নাগরিক হন বা সেই তারিখে নাগরিক হওয়ার যোগ্য হন। তবে, যে ব্যক্তিরা নিজেরাই, বা যাদের বাবা-মা, পিতামহ বা প্রপিতামহ পাকিস্তান বা বাংলাদেশের নাগরিক, তারা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য নন।

২০১৩ সালে তৈরি করা বর্তমান ওসিআই সেবা পোর্টালটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১৮০টিরও বেশি ভারতীয় মিশনে এবং ভারতের মধ্যে ১২টি বিদেশী আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিসে (এফআরআরও) চালু রয়েছে। পোর্টালটি প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ আবেদন প্রকরণ করে।

◆◆◆

সমবায় - আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে কোটি কোটি কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। আত্মনির্ভর ভারতের জন্য তার দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসাবে, সরকার সুসংগঠিত কৌশলি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে যেখানে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি) মূল ভূমিকা পালন করছে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলীধর মোহল এনসিডিসি-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে নিগমের অগ্রগতি এবং পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করেন। সমবায় বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি গ্রামীণ সমৃদ্ধি, সর্বব্যাপী বৃদ্ধি এবং এনসিডিসি-র গতিশীল উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য সমবায়গুলির ভূমিকার উপর জোর দেন।

শ্রী মোহোল প্রধানমন্ত্রী মোদীর "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি"-র স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমস্ত অংশীদারদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি - বিশেষত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর থেকে-জাতীয় উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।

সারা দেশে সমবায় উন্নয়নে এনসিডিসি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এটি সমবায় ক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবনী সমাধান প্রস্তাব দিয়েছে এবং কৃষকদের সুবিধার্থে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলি সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করছে।

সমস্ত রাজ্য এবং রাজ্য সমবায় সমিতিগুলি এনসিডিসি-র ঋণ প্রকল্পগুলির যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, এনসিডিসি ভারতে সমবায় উন্নয়নের জন্য পছন্দের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এটি সমবায় ক্ষেত্রের মধ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

■ এনসিডিসি কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, সঞ্চয়, রপ্তানি ও আমদানিতে সাহায্য করে

■ এনসিডিসির গতিশীল উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমবায় শক্তিশালী হচ্ছে।

সমবায় বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করতে, এনসিডিসি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমবায় সমিতিগুলিকে সহায়তা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। এটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, সঞ্চয়, রপ্তানি এবং আমদানি সম্পর্কিত বিস্তৃত কর্মসূচির পরিকল্পনা, প্রচার এবং অর্থায়ন করে। কৃষি ছাড়াও, এনসিডিসি গ্রামীণ শিল্প সমবায় প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে এবং জল সংরক্ষণ ও সেচের মতো প্রয়োজনীয় গ্রামীণ পরিষেবাগুলিকে অর্থের যোগান দেয়। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, এনসিডিসি ভারতের সমবায় আন্দোলনে এক শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এনসিডিসি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়গুলিকে সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য 'স্বয়ংশক্তি সহকার', দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণের জন্য 'দীর্ঘমেয়াদী কৃষক সহকার', ডেয়ারি খাতের জন্য 'ডেয়ারি সহকার' এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন সমবায়গুলিকে লক্ষ্য করে 'নন্দিনী সহকার'। এই প্রকল্পগুলি সমবায় বাস্তুতন্ত্রের বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে, এনসিডিসি সমবায় উন্নয়নের জন্য মোট ৬০,৬১৮.৪৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামির দিকে তাকিয়ে, এনসিডিসি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চলতি আর্থিক বছর ২০২৪-২৫'এ ইতিমধ্যে প্রায় ৬৬,০০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

সমবায় ক্ষেত্রকে আরও সাহায্য করার জন্য, এনসিডিসি তুলনামূলকভাবে কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে অতিরিক্ত ২,০০০ কোটি টাকা প্রদান করবে। উপরন্তু, কর্পোরেশন গভীর সমুদ্রের ট্রলারগুলির অর্থায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যা মৎস্যচাষ এবং সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় শিল্পের বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

◆◆◆

ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি-র সাফল্যের পর

ইফকো ন্যানো জিঙ্ক ও ন্যানো কপার চালু করেছে

সহকাৰ উদয় টিম

- ইফকোর বৃদ্ধরি পরসিংখ্যান প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর 'সহকার সে সমৃদ্ধি'র স্বপ্নকে বাস্তবায়তি করছে
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইফকোর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স, ন্যানো সারের বিক্রি ৪৭ শতাংশ বড়েছে

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান ইফকো ন্যানো সারের প্রতি কৃষকদের ইতিবাচক সাড়া পেয়ে উৎসাহিত হয়েছে। ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি-র সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ইফকো এখন বাজারে ন্যানো জিঙ্ক এবং ন্যানো কপার চালু করেছে। ন্যানো এনপিকেও শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। ইফকোর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সারা দেশের কৃষক এবং সমবায় সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, কীভাবে ন্যানো সারের ব্যবহার ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য উন্নতিতে অবদান রেখেছে তা তুলে ধরে।

ন্যানো সার বিক্রির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি তাদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যকে তুলে ধরে। ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ন্যানো সারের বিক্রি ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, ৩৬৫.০৯ লক্ষ বোতল ন্যানো সার বিক্রি হয়েছে, যা আগের আর্থিক বছরে (২০২৩-২৪) ২৪৮.৯৫ লক্ষ বোতল ছিল। ২০২৪-২৫ সালে ২৬৮ লক্ষ বোতল ন্যানো ইউরিয়া প্লাস (লিকুইড) এবং ৯৭ লক্ষ বোতল ন্যানো ডিএপি (লিকুইড) ছিল। আগের বছরের তুলনায়, ন্যানো ইউরিয়া প্লাস (লিকুইড) এর বিক্রয় ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আর ন্যানো ডিএপি (লিকুইড) এর বিক্রি ১১৮% বেড়েছে। এই বিক্রি ১২ লক্ষ টন প্রচলিত ইউরিয়া এবং ৪.৮৫ লক্ষ টন প্রচলিত ডিএপি-র সমতুল্য। একই আর্থিক বছরে, ইফকো কর দেওয়ার আগে ৩,৮১১ কোটি টাকার লাভের কথা জানিয়েছে এবং ৪১,২৪৪ কোটি টাকার লেনদেন করেছে।

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী বলেন, ইফকোর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পরিসংখ্যান ভারতের সমগ্র সমবায় ক্ষেত্রের জন্য গর্বের বিষয়। এই কৃষক সমবায়টি তিনটি আর্থিক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ৩,০০০ কোটি টাকার বেশি লাভ করেছে। ইফকো গত ২৩ বছর ধরে তার সদস্যদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের উপর ২০ শতাংশ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রকের সাহায্যে ইফকোর জন্য ন্যানো সার একটি বিশেষ পন্যে পরিণত হয়েছে। ব্যাপক সচেতনতা প্রচার এবং ধরাবাহিক গবেষণা কৃষকদের মধ্যে এই সারগুলির গ্রহণযোগ্যতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি ঘোষণা করেন যে ইফকো শীঘ্রই দানার আকারে ন্যানো এনপিকে সার চালু করবে, যা একদম প্রাথমিক স্তরে মাটিতে প্রয়োগের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ন্যানো এনপিকে সার ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, দস্তা এবং তামায় সমৃদ্ধ, যা পুষ্টি ধরে রাখার সাথে সাথে ফলন বাড়াতেও সাহায্য করবে। যখন তরল ন্যানো ইউরিয়া

প্লাস এবং তরল ন্যানো ডিএপি একসাথে ব্যবহার করা হয় তখন মাটিতে প্রচলিত রাসায়নিক সার প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা রাখে। এটি পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং মৌলিক পুষ্টির ব্যবহারকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ইফকো কৃষকদের জন্য ১০০ মিলি বোতলে ন্যানো জিঙ্ক (তরল) এবং ন্যানো কপার (তরল) সরবরাহ করেছে, যার দাম বোতল প্রতি ২০০ টাকা।

ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি বলেন, ইফকো ন্যানো সারের উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। ন্যানো-প্রযুক্তি, ড্রোন প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইফকো ভারতের কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, কেনিয়া, স্লোভেনিয়া, মরিশাস, জাম্বিয়া, নেপাল এবং বাংলাদেশ সহ দেশগুলি ধারাবাহিক আগ্রহ দেখানোর সাথে ন্যানো সার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করছে।

ইফকো ব্রাজিলে একটি ন্যানো সার উৎপাদন কারখানাও স্থাপন করছে, যেখানে ব্রাজিল সরকার প্রকল্পটির সমর্থনে কর ছাড়, বিনা ব্যয়ে জমি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বর্তমানে, ইফকো ৪০টিরও বেশি দেশে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। উপরন্তু, 'দেশি' বীজ সংরক্ষণ এবং দেশীয় কৃষি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইফকো তার কালোল প্লান্টে একটি অত্যাধুনিক বীজ গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ

₹3,811
crore profit before tax amounted

করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সম্প্রতি এই কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন।

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ইফকো দুই বিশিষ্ট সমবায় নেতাকে ২০২৩-২৪ সালের জন্য 'ইফকো সহকারিতা রত্ন পুরস্কার' এবং 'ইফকো সহকারিতা বন্ধু পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছে। গুজরাটের মহুবা প্রদেশ সহকারী চিনি উদ্যোগ মণ্ডলী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মানসিংহভাই কল্যাণজিভাই প্যাটেল সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইফকো সহকারিতা রত্ন পুরস্কার' পেয়েছেন। হরিয়ানার শ্রী অমরিক সিং 'ইফকো সহকারিতা বন্ধু পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন এবং এর আগে কৃষি ক্ষেত্রে তাঁর অনুকরণীয় অবদানের জন্য হরিয়ানা সরকারও তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ডাঃ অবস্থির মতে, ফলন বাড়াতে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইফকো ন্যানো সারগুলিতে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, 'মডেল ন্যানো ভিলেজ অ্যান্ড ক্লাস্টার প্রজেক্ট' দেশব্যাপী চালু করা হয়, যেখানে

₹41,244
crore turnover

২০৩টি গ্রাম ক্লাস্টার নির্বাচন করা হয়েছিল, যার প্রতিটি প্রায় ২,০০০ একর জুড়ে ছিল। আজ অবধি, ৯০,০০০'এরও বেশি কৃষক তাদের জমিতে ন্যানো সার ব্যবহার করে ন্যানো ভিলেজ পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছেন। এই উদ্যোগের আওতায় মোট ৫ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৭২,০০০ একর জমিতে কৃষি ড্রোন স্প্রে করা হয়েছে। এই কর্মসূচির ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ২৮.৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং ফসলের উৎপাদন ৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত ও বিদেশে ৩৫,৬০০রও বেশি সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং ১০টি কারখানার নেটওয়ার্ক সহ ইফকো ভারতের শীর্ষস্থানীয় সার উৎপাদক হয়ে উঠেছে, যা দেশব্যাপী ৫ কোটিরও বেশি কৃষককে পরিষেবা দিচ্ছে।

বিহারের সীমাঞ্চলে ইফকোর ন্যানো ফার্টিলাইজার ও ড্রোন প্রযুক্তির প্রভাব

মাখানা চাষ করে কৃষকরা সমৃদ্ধ হন

সুরুচি কুমারী

বিহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং কৃষি সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ একটি ভূমি, যার সবচেয়ে মূল্যবান ফসল হল মাখানা। মিথিলা মাখানা, যা প্রধানত মিথিলা অঞ্চলে চাষ করা হয়, এর সর্বোত্তম পুষ্টিগুণ, ঔষধিগুণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যের জন্য শুধুমাত্র বিহারই নয়, সমগ্র দেশের গর্বের উৎস হয়ে উঠেছে। প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ মাখানা এক অত্যন্ত পুষ্টিকর সুপারফুড এবং বিহারের গ্রামীণ অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে। কৃষকদের আয়ের এক উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে এই মাখানা। পূর্ণিয়া, কাটিহার, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ, সহরসা, সুপল, দারভাঙ্গা এবং মধুবনি জেলা মাখানা চাষের প্রধান কেন্দ্র। বিহারের মধ্যে, কাটিহারেই শুধু ৬,৮৪০ হেক্টর জমিতে ও পূর্ণিয়ায় ৬,৫৫০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়। মাখানার ক্রমবর্ধমান ফলন বাড়াতে এবং বাজারের চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে, পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব ব্লকের কাওয়াইয়া গ্রামের মাখানা কৃষকরা ২০২৪ সালে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাখানা চাষে প্রথমবার ইফকো ন্যানো ইউরিয়া প্লাস এবং ন্যানো ডিএপি স্প্রে করার এক যুগান্তকারী উদ্যোগ নেন। এর ফলাফল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যা পাতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং পচন রোগের উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখায়। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি কৃষকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যার ফলে ঐতিহ্যবাহী সারের তুলনায় ফসলের ফলন ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাফল্য ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, যা কৃষকদের মধ্যে ন্যানো সারের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। চলতি ফসল বছরে, ২০২৫ সালে, নীরজ কুমার নামে এক কৃষক ৩৫ একর জমিতে মাখানা চাষ করেন এবং

দুই দফা ন্যানো সার স্প্রে করেন। পাতার বিকাশের পর্যায়ে এবং ফুল ফোটার পর্যায় থেকে প্রথম দিকে ফুল ফোটানো পর্যন্ত ন্যানো সার প্রয়োগ মাখানা চাষে চমৎকার ফলাফল এনে দিয়েছে।

যেহেতু মাখানা একটি জলজ ফসল যার শিকড় মাটি থেকে সীমিত পরিমাণে পুষ্টি শোষণ করে, তাই পাতার মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে ইফকো ২০২৪ সালে পূর্ণিয়া জেলার ৭৮০ একর মাখানা চাষের জমিতে ড্রোন ব্যবহার করে স্প্রে করেছে। ২০২৫ সালের প্রথম মাসগুলিতে, বিশেষত এপ্রিল ও মে মাসে, ৪১০ একর জুড়ে ড্রোন স্প্রে করা হয় এবং দ্রুত এর প্রসার হতে থাকে।

সীমাঞ্চল, কোশি এবং মিথিলার কৃষকরা এই বৈপ্লবিক ন্যানো প্রযুক্তি গ্রহণে প্রচুর উৎসাহ দেখাচ্ছে।পূর্ণিয়ার কৃষি কলেজের মাখানা বিজ্ঞানী ডঃ অনিল কুমারের মতে, "ইফকো ন্যানো ডিএপি মাখানা চাষের জন্য কোনও অলৌকিক ঘটনার থেকে কম নয়। কার্যকর ফসফেট শোষণ সুনিশ্চিত করতে প্রতি লিটারে মাত্র ৫ মিলি প্রয়োগ যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন, ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া প্লাসের (৩ মিলি/লিটার) সঙ্গে সাগরিকা ও নিম তেলের (৫ মিলি/লিটার) সংমিশ্রণ মাখানার বীজের পুষ্টিগুণ বাড়ায়, যা সেগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে আরও কার্যকর এবং কৃষকদের জন্য উপকারী করে তোলে।

ড্রোন প্রযুক্তি এই কৃষি উদ্ভাবনের মূল স্তম্ভ হিসাবে উঠে এসেছে। ড্রোন কেবল সময় এবং শ্রমই সাশ্রয় করে না বরং সুনির্দিষ্ট এবং সমান স্প্রে করা নিশ্চিত করে উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ কম করে। এটি সুস্থায়ি, লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের দিকে একটি সাহসী পদক্ষেপ। ইফকো-র ন্যানো সার এবং ড্রোন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ বিহারে মাখানা চাষকে রূপান্তরিত করছে।

বিজ্ঞান ও কৃষি উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে কৃষকদের জন্য নতুন আশা নিয়ে আসার সাথে সাথে মাখানা চাষ সীমাঞ্চলে গতি অর্জন করছে। এই পরিবর্তন শুধু কৃষিকে নতুন আকারই দিচ্ছে না, কৃষক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎকেও শক্তিশালী করছে। এই বিপ্লব বিহার জুড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে মাখানা চাষ সম্প্রসারণের বিষয়ে আশা জাগিয়ে তুলেছে-এই অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে চাষ করা হয়েছে এবং সেখানে বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক।

ইফকোর ন্যানো সার এবং ড্রোন-ভিত্তিক সমাধানের সাহায্যে মাখানা চাষ বিশ্ব মঞ্চে অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

- লেখক ইফকোর বিপণন বিভাগে কর্মরত

◆◆◆

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে দেশে সমবায় আন্দোলন অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে এক অর্থপূর্ণ পদক্ষেপে সম্প্রতি নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)'এর অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ (এনএইপি)'এ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে উচ্চ এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের একটি নতুন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। আইসিএআর-এনএইপি এবং বিশ্ব সমবায় অর্থনৈতিক ফোরামের যৌথভাবে আয়োজিত এই উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 'সমবায় পণ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে সমবায় অর্থনৈতিক কাঠামো' শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির প্রেক্ষাপট গঠনে এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সর্বব্যাপী বৃদ্ধি, তৃণমূল ক্ষমতায়ন এবং সুস্থায়ি উন্নয়নের একটি পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমবায় কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে পুনরায় ব্যক্ত করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল স্তম্ভ হিসাবে সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশের সম্ভাবনা ও কৌশল সম্পর্কে গভীর মতবিনিময় হয়।

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের (এন. সি. ইউ. আই) সভাপতি শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, গুণমান এবং বিপণনের একটি শক্তিশালী কাঠামো অপরিহার্য। তিনি প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা এবং সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এমন প্রকল্পগুলির আকার শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি গঠনমূলক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক সমতা এবং সর্বব্যাপী কৌশলের অগ্রগতিতে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন এবং ভারতের সমবায় অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এ অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে সারা দেশের সমবায় ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং পেশাদাররা একত্রিত হন

এই উপলক্ষে ডা. ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেডের (আইএফএফসিও) ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদয় শঙ্কর অবস্থি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ন্যানো সার কীভাবে দেশের গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করছে। এই সম্মেলনে ভারত জুড়ে সমবায় ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মত হয়েছেন যে, একটি শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক সমবায় কাঠামো জাতীয় অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁদের অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অধ্যাপক ড. মল্লিকা কুমার তাঁর গভীর দক্ষতা এবং সমবায় শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক সমাজকে সাহায্য করার জন্য ২০২৫ সালের রোমাশা পুরস্কার পান। শ্রীমতী কামনা ঝা তাঁর উদ্ভাবনী এবং সর্বব্যাপী গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশলের জন্য লক্ষ্মী সেহগাল গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'এ ভূষিত হন। তাঁর নেতৃত্বে, 'রিভার্স মাইগ্রেশন' উদ্যোগ গ্রামীণ জীবিকা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডা. উমাকান্ত দাস জননীতি, সামাজিক সমতা এবং গ্রামীণ অগ্রগতির প্রতি তাঁর আজীবন নিবেদনের স্বীকৃতিস্বরূপ এলভিএস পাবলিক পলিসি ২০২৫ লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পান।

জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বহু বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন ডা. পি.এস. বিরথাল, আইসিএআর-এনএইপি'র অধিকর্তা; শ্রী যোগেন্দ্র কুমার, ইফকোর বিপণন অধিকর্তা; নীতি আয়োগের শ্রী প্রহ্লাদ সিং, শ্রী জগদীপ সিং নাকাই, শ্রী কমল ত্রিপাঠি, এমএসপি কমিটির সদস্য শ্রী বিনোদ আনন্দ; ড. উমাকান্ত দাস, আই.আর.এম.এ'র অধিকর্তা এবং অধ্যাপক ড. মল্লিকা কুমার। এই অনুষ্ঠানটি সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং সারা দেশে সুস্থায়ি ও সর্বব্যাপী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উদ্ভাবনী পথগুলি অন্বেষণ করার জন্য আলোচনার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে।

জৈব ও স্বনির্ভর কৃষিকে অনুপ্রাণিত করছে গৌগ্রাম জনজাগরণ যাত্রা

সহকার উদয় টিম

- শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান ইফকোর সহযোগে গৌগ্রাম জনজাগরণ যাত্রা ২০২৫ ২৪টি গ্রামের ৩০,০০০-এরও বেশি কৃষকের কাছে পৌঁছেছে
- এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হল কৃষিকাজে গরুর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা
- কৃষকদের ন্যানো সার এবং বায়োডিকম্পোজার ব্যবহার সহ সুস্থায়ি প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষিত করা হয়

ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় গরুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, যা জৈব চাষ, মাটির স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। যদিও সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে, অনেকে দুধ না দেওয়া গরুগুলিকে অনুৎপাদক মনে করে তাদেরকে অবহেলা করে।এই মানসিকতার সাথে লড়তে এবং গরুর সাংস্কৃতিক ও কৃষি গুরুত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য ছত্তিশগড়ে 'গৌগ্রাম জনজাগরণ যাত্রা 2025' চালু করা হয়।

ইফকো, ছত্তিশগড় গোসেবা কমিশন, ছত্তিশগড় সরকার, ভারতীয় কিষাণ বিকাশ সংঘ এবং ক্রান্তিনগর গোশালার সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী এই সচেতনতা প্রচার চালানো হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল গরু-ভিত্তিক চাষ এবং স্বনির্ভর কৃষিকে উৎসাহিত করা, সুস্থায়ি কৃষিতে গরুর হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বকে পুনরুজ্জীবিত করে গ্রামীণ ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা।

আন্দোলনটি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য, গরুর পালক এবং দুগ্ধ চাষীরা এই যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।এই যাত্রার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে ইফকো। প্রাথমিক পর্যায়ে, যাত্রা সফলভাবে ২৪টি গ্রামের ৩০,০০০'এরও বেশি কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। ন্যানো সার, বায়ো-ডিকম্পোজার এবং অন্যান্য বায়োডিগ্রেডেবল ইনপুট ব্যবহার সহ সুস্থায়ি চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত করা হচ্ছে।

সহকার ভারতী এবং বৈদিক প্রাকৃতিক চাষের দৃঢ় সমর্থনে এই যাত্রা কৃষকদের জৈব চাষ এবং আত্মনির্ভরতার দিকে অনুপ্রাণিত করছে। মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিতে গরুর ভূমিকা পুনরায় চালু করা-শুধুমাত্র দুধের জন্য নয়, গোবর, গোমূত্র এবং পঞ্চগব্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক চাষের ভিত্তি তৈরি করা। এই গরু-ভিত্তিক ইনপুটগুলি প্রাকৃতিক সার, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী এবং মাটির কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে, রাসায়নিক ইনপুটগুলির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে।

গ্রামসভার মাধ্যমে কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তাঁরা রাসায়নিক মুক্ত, লাভজনক চাষ পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা পান। ফসলের অবশিষ্টাংশকে প্রাকৃতিক সার হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য ন্যানো ইউরিয়া এবং বায়ো-ডিকম্পোজারগুলির সুবিধার পাশাপাশি কীভাবে গোবর এবং গোমূত্র ভিত্তিক পণ্যগুলি ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কেও প্রদর্শন করা হয়।

এই অভিযানের একটি মূল লক্ষ্য হল গ্রামীণ জীবনে গরুর আশ্রয়ের (গোশালা) ভূমিকা তুলে ধরা। গরু-ভিত্তিক জৈব চাষের প্রচার নদী ও ভূগর্ভস্থ জলে রাসায়নিক প্রবাহ হ্রাস করতে সাহায্য করে পরিবেশগত ভারসাম্যকে সমর্থন করে। গোবরের সার এবং বায়ো-ডিকম্পোজার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, মাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যকর ফসল হয়।

ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক সুস্থায়ি পদ্ধতির সংমিশ্রণে গৌগ্রাম জনজাগরণ যাত্রা ২০২৫ হাজার হাজার কৃষককে জৈব কৃষি গ্রহণ করতে এবং একটি স্বনির্ভর, পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করছে।

◆◆◆

ইফকো গ্রামে সর্বব্যাপী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে

সহকার উদয় টিম

- এফ. পি. ও'র ক্ষমতায়নে এফ. ডি. আর. ভি. সি-র সঙ্গে ইফকোর অংশীদারিত্ব
- ভারত জুড়ে ৮০০'রও বেশি এফপিও এবং ১০ লক্ষ কৃষক এই অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হবেন

ইফকো, ভারতের এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমবায় সংস্থা, ভারতীয় কৃষকদের সমৃদ্ধি এবং কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে। ইফকো তার উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং কৃষক-কেন্দ্রিক সমাধানের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। প্রক্রিয়াজাত সার এবং কৃষি-উপকরণের উৎপাদন ও বিপণনে বিশ্ব নেতা হিসাবে, ইফকো এখন এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট অফ রুরাল ভ্যালু চেন (এফডিআরভিসি)'এর সঙ্গে একটি কৌশলী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

এই সমঝোতার লক্ষ্য হল কৃষক উৎপাদক সংগঠনগুলিকে (এফপিও) সুস্থায়ি, উচ্চমানের এবং উদ্ভাবনী কৃষি উপকরণগুলি প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা। এই উদ্যোগ ৮০০'রও বেশি এফপিও'কে উপকৃত করবে এবং সারা ভারতে ১০ লক্ষেরও বেশি কৃষকের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি প্রত্যন্ত ও গ্রামাঞ্চলে ইফকোর ন্যানো সার এবং বিশেষ কৃষি পণ্যের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে, যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা স্থানীয় এফপিওগুলির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের পণ্য পাবেন।

এই অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে, ইফকো এফডিআরভিসি-সম্পর্কিত এফপিওগুলিকে ন্যানো সার, জৈব-উদ্দীপক, বিশেষ সার, জৈব-সার এবং জৈব-ডিকম্পোজারের মতো জৈব ইনপুট সহ বিভিন্ন উন্নত পণ্য সরবরাহ করবে।এই উপকরণগুলির লক্ষ্য হল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, লাভ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ-বান্ধব কৃষির জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক ও সুস্থায়ি কৃষিকাজের প্রচার করা।

এফডিআরভিসি, তার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, কৃষক শিক্ষার উদ্যোগের নেতৃত্ব দেবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই কৃষি-ইনপুটগুলির প্রচার ও বিতরণকে সহজতর করবে। এই চুক্তি এফপিও-গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও দৃষ্টি রেখে তাদের স্বনির্ভর এবং সুস্থায়ি গ্রামীণ উদ্যোগে পরিণত করতে সক্ষম করে।

ইফকো এবং এফডিআরভিসি'র মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভারতীয় কৃষিতে সর্বব্যাপী এবং সুস্থায়ি বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে অত্যাধুনিক কৃষি উদ্ভাবনের সাথে সংযুক্ত করছে, ক্ষুদ্র চাষীদের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াচ্ছে এবং এফপিওগুলির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে উন্নত করে। শেষ পর্যন্ত, এই উদ্যোগটি ফলন বাড়াবে, কৃষি আয় বাড়াবে এবং সারা দেশে এক শক্তিশালী ও আরও স্থিতিস্থাপক গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

◆◆◆

এম কে মিশ্রা

ভারতে সুস্থায়ি ও নৈতিক বিপণনে সমবায়ের ভূমিকা

আজকের বিশ্বে, যেখানে গ্রাহকরা কেবল যা কেনেন তা নিয়ে নয়, কীভাবে এটি তৈরি করা হয় এবং সমাজ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন, সুস্থায়ি উন্নয়ন এবং নৈতিক বিপণন সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের সমবায় সমাজ কল্যাণ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং ন্যায্য লেনদেনের সক্রিয় প্রচারের পাশাপাশি দায়িত্বশীল ও সর্বব্যাপী পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গতানুগতিক কোম্পানীগুলির থেকে স্বতন্ত্র, সমবায়গুলি যৌথ মালিকানা এবং গোষ্ঠীর সুবিধা নীতি মেনে নির্মিত হয়েছে। এটি তাদের সুস্থায়ি এবং নৈতিক বিপণনে এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে।

সুস্থায়ি বিপণনে এমনভাবে পণ্য ও পরিষেবার প্রচার করা হয় যা পরিবেশ ও সমাজ উভয়েই ইতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে রয়েছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণ এবং কার্বন পদচিহ্ন হ্রাসের মতো অনুশীলন। অন্যদিকে, নৈতিক বিপণন ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং সততা, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন এড়ানো, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং নৈতিকভাবে কাঁচামাল সংগ্রহের উপর জোর দেয়। এই অনুশীলন ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলতে এবং উপভোক্তাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে।

পরিবেশ-বান্ধব পণ্যের প্রচার এবং গ্রামীণ শিল্পগুলিকে সমর্থন করে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের (কেভিআইসি) মতো সংস্থা এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একইভাবে, পতঞ্জলি জৈব এবং আয়ুর্বেদিক পণ্য সরবরাহ করে সুস্থায়ি কৃষির পক্ষে সওয়াল করে কৃষক এবং পরিবেশকে সমর্থন করে।

ভারতীয় সমবায়গুলি সুস্থায়ি এবং নৈতিক অনুশীলনের অগ্রগতির জন্য একটি সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করে। তাদের লাভের একটি বড় অংশ সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোতে পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এই সমবায়গুলি স্থানীয় কারিগর এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকেও সমর্থন করে তাদের দেশী এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

ন্যায্য বাণিজ্য ও নৈতিক কাঁচামাল সংগ্রহকে উৎসাহিত করে সমবায়গুলি মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা হ্রাস করে কৃষক ও কারিগরদের জন্য ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিত করে। একটি সুপরিচিত উদাহরণ, আমুল, যা সরাসরি কৃষকদের থেকে দুধ সংগ্রহ করে এবং উপভোক্তাদের কাছে উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি ন্যায্য মূল্য চাষিদের পাইয়ে দেয়।

সমবায়গুলি জৈব উপকরণ, জৈব অবক্ষয়যোগ্য প্যাকেজিং এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার সহ পরিবেশ বান্ধব পণ্য বিকাশের উপরও জোর দেয়। জল সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ওপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, আমুল দুধ এবং দইয়ের জন্য বায়োডিগ্রেডেবল এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিং ব্যবহার করে করে প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করার পদক্ষেপ নিয়েছে। প্লাস্টিকের বর্জ্য হ্রাস করার জন্য তারা প্লাস্টিকের স্ট্রো এবং চামচগুলিকে কাগজ বা কাঠের তৈরি করছে।

স্বচ্ছতা বজায় রাখা সমবায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তারা নিয়মিত আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রকাশ করে, যা উপভোক্তা এবং অংশীদারদের মধ্যে আস্থা বাড়ায়। সমবায়গুলি তাদের সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে, সাংগঠনিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এছাড়া, সমবায়গুলি সক্রিয়ভাবে উপভোক্তা শিক্ষা এবং সচেতনতা প্রচারে জড়িত, সুস্থায়ি খরচ, ন্যায্য বাণিজ্য এবং দায়িত্বশীল উপভোগবাদের প্রচার করে। কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ উপভোক্তাদের পরিবেশ-বান্ধব এবং নৈতিকভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলি বেছে নিতে উৎসাহিত করে। সমবায় মন্ত্রক সমবায় সদস্যদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে এই উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করে।

আমুলের মতো মডেল সফল সমবায় বিপণন কৌশল, ডেয়ারি চাষীদের ন্যায্য আয় নিশ্চিত করা, উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন এবং সুস্থায়ি প্যাকেজিং গ্রহণের উদাহরণ দেয়। একইভাবে, স্বনিযুক্ত মহিলা সমিতি (সেবা) প্রশিক্ষণ, আর্থিক সাহায্য এবং বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে মহিলাদের সক্ষম করে, তাদের আত্মনির্ভরতা করে তোলে। এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভারতীয় বাজারে সমবায়গুলির ভূমিকাকেই শক্তিশালী করে না, বরং নৈতিক ও সুস্থায়ি বাণিজ্য সম্পর্কে উপভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়, যা আরও ন্যায়সঙ্গত ও পরিবেশগত দায়বদ্ধ অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

ডেপুটি ডিরেক্টর, ইন্দিরা গান্ধী সমবায় ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান, লখনউ

◆◆◆

৫৯৫ তম বৈঠক চলাকালীন, ইফকোর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানির সম্মতিক্রমে, একটি প্রস্তাব পাস করে দেশজুড়ে নাগরিক, সম্প্রদায় এবং সংস্থাগুলিকে যে কোনও উস্কানির মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। এই সঙ্কল্প দেশ জুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য প্রচারের সম্মিলিত দায়িত্বের ওপর জোর দেন।

ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি, জর্ডনের আম্মানে অনুষ্ঠিত জর্ডন ফসফেট মাইনস কোম্পানির (জেপিএমসি) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নেন। বৈঠকে জিফকো চেয়ারম্যান, মহামান্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আল-থানিবত আল-আক্রাম এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লির অন্যান্য ডিরেক্টর এবং প্রতিনিধিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর প্রদেশের লখিমপুর জেলার মাইগলগঞ্জের বীজ প্রসেসিং ইউনিটে ইন্ডিয়ান এগ্রো-ফরেস্ট্রি ডেভলপমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড(আই-এফএফডিসি)আয়োজিত একটি প্রোগ্রামে ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে আরও উৎসাহিত করেন।

ইফকোর বিপণন পরিচালক শ্রী যোগেন্দ্র কুমারকে বেঙ্গালুরু, কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দেওয়া হয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় কৃষিতে নিবেদিত সেবা দিয়ে শ্রী কুমার উদ্ভাবন এবং কার্যকারি সামাজিক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা সারা দেশে কয়েক লক্ষ কৃষকের জীবনকে উল্লেখ-যোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

ন্যাশানাল অরগানাইজেশান মন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় পাচপোরের নেতৃত্বে সহকার ভারতীর এক প্রতিনিধি দল গুরুগ্রামের ইফকোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ন্যানো সার সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের সফরের স্মৃতি হিসেবে গ্রুপটি ইফকো কর্মকর্তাদের সাথে একটি গ্রুপ ফটো সেশনও করেন।

ন্যানো সার ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে একটি সেমিনার উত্তর প্রদেশের বলিয়ার গঙ্গা মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ইফকোর ডি-রেক্টর এবং ইউপিপিসিএফ লখনউয়ের চেয়ারম্যান শ্রী বাল্মিকি ত্রিপাঠি সমাবেশে সম্বোধন করেন এবং কৃষকদের ন্যানো সারের ব্যবধান ও সুবিধা সম্পর্কে বিশদ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন।

আমাদের স্বপ্ন, আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে আমাদের সঙ্কল্পগুলো পূরণ করা। সরকারি দক্ষতার দিক থেকে ভারত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। এই মানসিকতা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসার সূচকের উন্নত র্যাঙ্কিংয়ের দিকে পরিচালিত করেছে। সঠিক অভিপ্রায়, সু-পরিকল্পনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের সাথে সর্বাধিক প্রত্যন্ত অঞ্চলেও রূপান্তর সম্ভব। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির উল্লেখযোগ্য সাফল্য এর এক স্পষ্ট উদাহরণ।

– শ্রী নরেন্দ্র মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

Postal Registration No.: DL(S)-17/3559/2023-25

Published on 13-07-2024 Applied for RNI Registration/Exempted for Three Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.14-05-2024